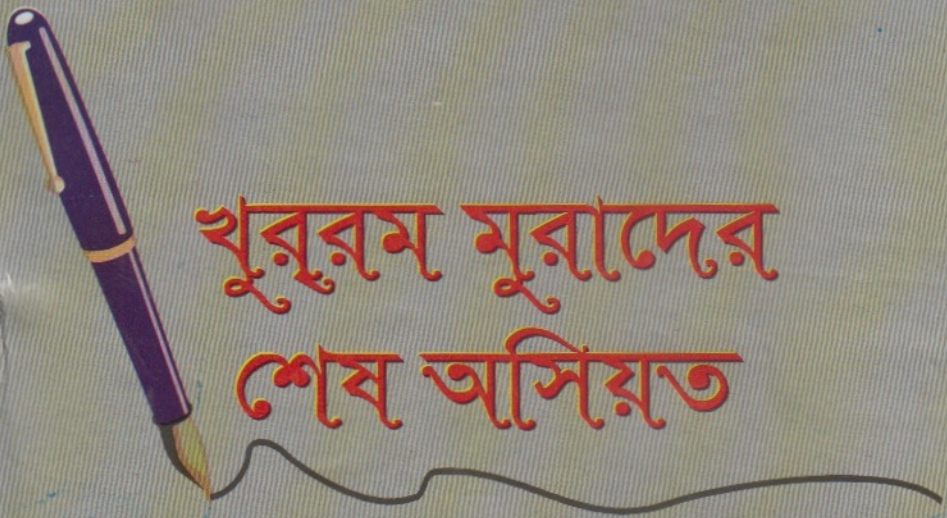

খুররম মুরাদের শেষ অসিয়ত

খুররম মুরাদ

খুররম মুরাদের
শেষ অসিয়ত

ভাষান্তর
সাইয়্যেদা মুযনা ইসমাইল

প্রকাশনায়
সাইয়েদ পাবলিশিং হাউজ
ঢাকা-বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ISBN: 984-619-005-0

খুররম মুরাদের শেষ অসিয়ত

অনুবাদ
সাইয়্যেদা মুযনা ইসমাইল

প্রকাশক
সাইয়েদ রাফে সামনান
সাইয়েদ পাবলিশিং হাউজ
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল
প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ২০০২ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুলাই ২০০৩ইং
তৃতীয় মূদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৮ইং

প্রচ্ছদ
জনতা কম্পিউটার এণ্ড গ্রাফিক্স

মুদ্রণ
জনতা প্রিন্টিং প্রেস. ঢাকা

শুভেচ্ছা বিনিময়
৬০ টাকা মাত্র

Khurram morader Shes Osiot. Sayeda mujna Ismail. Published by Abu obayda IbnAbdurRahman.JanataPublications,66PayridasRoad,Banglabazar,Dhaka-1100 .Tel:7175205.Fax:88-02-7115365.

Price : 60 Taka

www.pathagar.com

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সম্পাদকের কথা

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা জনাব খুররম মুরাদ (রহঃ) বিগত শতাব্দীর এক মহান ইসলামী ব্যক্তিত্ব। প্রথাগত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রকৌশল বিদ্যায় এত উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার পর তাঁর ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা বিদগ্ধ পাঠক ও সুধীজনদের রীতিমত হতবাক করেছে।

তাঁর রচিত ইসলামী সাহিত্যে কোরআন ও হাদীস এত চমৎকারভাবে এসেছে যে, পড়ে মনেই হয় না তিনি একজন শুধুমাত্র প্রথিতযশা প্রকৌশলী। কৈশোর থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করে গেছেন। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী সাহিত্যের ভাণ্ডারে তার অবদান অপরিসীম। তিনি ছিলেন আপন মহিমায় ও চরিত্র মাধূর্যে এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডারের মোটামুটি শেষ ঝলক বলা চলে "খুররম মুরাদ কী আখেরী অসীয়ত'(বাংলা নামঃ খুররম মুরাদের শেষ অসিয়ত)। মরহুম তাঁর অন্তিমকালে আপনজন তথা স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাদের জন্য কুরআন হাদীসের মাধ্যমে অত্র পুস্তকে যেসব অসীয়ত করেছেন তা শুধু তাঁর পরিবারভুক্তদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় বরং এ অসীয়ত মুসলিম মিল্লাতের প্রতিটি সদস্যের জন্য প্রযোজ্য বলে আমি মনে করি।

মরহুমের নিকটতম আত্মীয়া উদীয়মান অনুবাদিকা সাইয়্যেদা মুযনা ইসমাইল এ পুস্তকটি অনুবাদ করে দেশ ও জাতির জন্য এক উল্লেখযোগ্য খেদমত করেছে। আমি অনুবাদিকার সাফল্য এবং অত্র মূল্যবান পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এম. পি

www.pathagar.com

প্রাথমিকভাবে যাদের উদ্দেশ্য করে লেখা এ পুস্তক

মিসেস লামাত উন নূর
জনাব আহম্মদ উমর মুরাদ
মিসেস হুমা আহমদ
জনাব হাসান সোহেব মুরাদ
মিসেস নওশাবা হাসান
জনাব ফারুক সালমান মুরাদ
মিসেস সীমা ফারুক
জনাব ওয়ায়েস তাইয়্যেব মুরাদ
মিসেস মারিয়াম তাইয়্যেব
ফারাহ তাসনীম
জনাব বেলাল আহমদ
ফায়েজা

[বিঃ দ্রঃ তার কনিষ্ঠা কন্যা ফায়েজা জনাব খুররম মুরাদের ইন্তেকালের সময় অবিবাহিতা থাকায় ফায়েজার নওমুসলিম স্বামী জনাব সোলেমান সায়মনের নাম এই তালিকাভুক্ত হয়নি।]

www.pathagar.com

আমাদের কথা

এ মুহূর্তে যে বইটি আপনার হাতে রয়েছে এটি মুহতারাম খুররম মুরাদের "শেষ অসিয়ত"। যা তার গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুসরণে লিখেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন মুসলমানের উচিৎ নয় লিখিত অসিয়ত ছাড়া দুটি রাত অতিবাহিত করা। সাধারণভাবে আমরা অসিয়ত বলতে সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা কিংবা অন্তিম সময়ের কয়েকটি কথাকেই বুঝি।

এমন অনুভূত হয় যেন এই অসিয়ত স্বস্থানে একটি অমূল্য সম্পদ, বরঞ্চ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ অসিয়ত, নসীহত এবং হেদায়াতও বটে। এ অসীয়ত সম্পর্কে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে খুররম মুরাদের উপর এটি আল্লাহ তাআলার এক অশেষ মেহেরবাণী ছিল যে, তিনি সর্বদা তার বক্তৃতা, লিখনী এবং আমলের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে আল্লাহর রঙে রঙিন এবং পবিত্র করতে সচেষ্ট ছিলেন। তার উত্তরসূরীদের মধ্যে সেইসব লোক অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে তিনি কেবল মাত্র আল্লাহর জন্যই মহব্বত করতেন এবং জান্নাতের দিকে পথ নির্দেশনা দিতেন। তাই এ অসিয়ত এই ব্যাপক, বিস্তৃত পরিবার পর্যন্ত পৌছানো জরুরী যেন সবার নেক আমল মরহুম খুররম মুরাদের জন্য সদকায়ে জারীয়াহ হতে পারে।

[ইতোমধ্যে পুস্তিকাটির অব্যাহত চাহিদার ফলে দ্বিতীয় মূদ্রণ নিয়ে আমরা পাঠকদের সামনে হাজির হয়েছি। দ্বিতীয় মূদ্রণে কিছু শিরোনাম দেয়া হয়েছে, যা পাঠককে বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে সহযোগিতা করবে বলে আমার বিশ্বাস

এ বইটির সম্পাদনায় আন্তরিক সহযোগিতা করার জন্য আমরা বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমে দ্বীন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এম.পির প্রতি কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ পাক আমাদের সকলের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

মিসেস সীমা হুমায়ুন
চেয়ারপারসন
খুররম একাডেমী, ঢাকা

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এম.পি.
ড: হাসান শোয়েব মুরাদ
মওলানা রাফীক বিন সাঈদী
ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইসমাইল

www.pathagar.com

সূচীপত্র

◆ মৃত্যু ও ধৈর্য্য ১১

◆ অসিয়ত (১) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই লক্ষ্য হবে ২৬

◆ অসিয়ত (২) শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করবে ২৭
◆ অসিয়ত (৩) হালাল রিয্ক অর্জন করবে ২৭
◆ অসিয়ত (৪) আমানত ও দিয়ানত ২৮
◆ অসিয়ত (৫) আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করবে ২৮
◆ অসিয়ত (৬) প্রতিটি কাজ ইবাদত ২৯
◆ অসিয়ত (৭) আল্লাহ ভীতি অর্জন করবে ৩০
◆ অসিয়ত (৮) সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে ৩১
◆ অসিয়ত (৯) আল্লাহ হাজির নাজির ৩১
◆ অসিয়ত (১০) আল্লাহর রাজত্ব ৩২
◆ অসিয়ত (১১) হামদ ও শোকর ৩২
◆ অসিয়ত (১২) আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাস রাখবে ৩৪
◆ অসিয়ত (১৩) আল্লাহকে স্মরনের পদ্ধতি ৩৪
◆ অসিয়ত (১৪) দোয়া ও রাতের নামায ৩৫
◆ অসিয়ত (১৫) কোরআন ৩৫
◆ অসিয়ত (১৬) সালাতে খুশু অর্জন করবে ৩৬
◆ অসিয়ত (১৭) সালাত বা' জামায়াত আদায় করবে ৩৬
◆ অসিয়ত (১৮) সালাত ও সবর দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করবে ৩৭
◆ অসিয়ত (১৯) ইনফাক্ব ৩৭
◆ অসিয়ত (২০) মানুষের সাথে সদাচরণ করবে ৩৯
◆ অসিয়ত (২১) সৃষ্টিকুলের প্রতি সহানুভূতি ৪০
◆ অসিয়ত (২২) নিজেকে বাঁচাও ৪০

www.pathagar.com

◆ অসিয়ত (২৩) জবানের হেফাজত করবে ৪১
◆ অসিয়ত (২৪) ছোট নেকী অথচ দামী ৪২
◆ অসিয়ত (২৫) অন্য মানুষের দোষ তালাশ করবে না ৪২
◆ অসিয়ত (২৬) অহংকার করবে না ৪৩
◆ অসিয়ত (২৭) হৃদয়কে বিস্তৃত কর ৪৩
◆ অসিয়ত (২৮) কোমলতা অর্জনে সচেষ্ট হও ৪৪
◆ অসিয়ত (২৯) সকলের প্রতি ভালবাসা পোষণ কর ৪৪
◆ অসিয়ত (৩০) অন্যের অধিকার প্রশ্নে যত্নশীল হও ৪৫
◆ অসিয়ত (৩১) অর্থহীন কথা ও কাজ থেকে আত্মরক্ষা কর ৪৭
◆ অসিয়ত (৩২) ইকামাতে দ্বীনকে জীবনোদ্দেশ্য বানাও ৪৮
◆ অসিয়ত (৩৩) সর্বাবস্থায় সংগঠনের সাথে জড়িত থেকো ৫০
◆ অসিয়ত (৩৪) হিকমতের নীতি অবলম্বন কর ৫০
◆ অসিয়ত (৩৫) নিজের ঘরকে ইসলামের দূর্গে পরিণত কর ৫১
◆ অসিয়ত (৩৬) আখেরাতের সাফল্যই তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ ৫৪
◆ অসিয়ত (৩৭) গায়েবে নিঃশর্ত বিশ্বাস রাখ ৫৫
◆ অসিয়ত (৩৮) অন্তরের সর্বোচ্চ চূড়ায় আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-কে স্থান দাও ৫৫
◆ অসিয়ত (৩৯) তওবাকারী হৃদয় সৃষ্টি কর ৫৭
◆ অসিয়ত (৪০) সক্রিয় হও পুরস্কৃত হবে ৫৯
◆ ভয় এবং আশার স্থানে যাত্রা ৬১

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন মুসলমানের উচিৎ নয় লিখিত অসিয়ত ছাড়া দুটি রাত অতিবাহিত করা। আমি এই অসিয়ত হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী লিখছি।

মৃত্যু থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। এটা যে কোন সময় যে কোন স্থানে আসতে পারে। হঠাৎ-ও হতে পারে। এমন সময় আসতে পারে নিকটে কোন আপনজন নাও থাকতে পারে। আর যদি থাকেও কিছু বলার সুযোগ নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে কোন বিষয়ে অসিয়ত করার সুযোগ আসবে না। কুরআনে পাকে বলা হয়েছে–

'আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময় (মৃত্যু) যখন এসে পড়বে তখন তা একটুও দেরী করবে না। যদি তোমরা তা জানতে।' (নূহ : আয়াত–৪)

'আর যে সময় (মৃত্যু আসবে) তারা কোন রকমের অসিয়ত করতে কিংবা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতে সক্ষম হবে না।'

(ইয়াসিন ঃ ৩২ : ৫০)

মৃত্যু আসলে দুনিয়ার সাথে সব ধরনের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়। কোন জিনিসের উপর আর অধিকার থাকে না। সকল বৈষয়িক এবং মানসিক উপকরণ এবং মাধ্যম ছুটে যায়। কোন বিষয়ে কোন কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। অসিয়ত সব সময় এজন্য তৈরী রাখতে বলা হয়েছে যেন সকল বিষয় সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয়। দেনা-পাওনা, আমানত এ সকল বিষয় যেন সঠিকভাবে আদায় করা যায়। ঐ সকল বিষয়সমূহ যেন আঞ্জাম দেয়া যায় যা মানুষ চায়।

অসিয়ত সব সময় তৈরী রাখা একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যও উপকারী যে, একদিনের অতিরিক্ত আজকের দিনের পর, জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই যে এ জীবন আর থাকবে কি থাকবে না।

www.pathagar.com

অসিয়ত সব সময় তৈরী রাখার ব্যাপারটা আমাদের ঘন ঘন মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই স্মরণ রাখার ব্যাপারটা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। সকাল হলে সন্ধ্যার অপেক্ষায় থেকোনা আর সন্ধ্যা হলে সকালের অপেক্ষায় থেকো না। দুনিয়াতে একজন মুসাফিরের মতই জীবন অতিবাহিত করো। (সহীহ আল-বুখারী)

কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে সবকিছু জানার ও বুঝার পরেও আলস্য এত প্রবল ছিল যে, বহু সকাল সন্ধ্যা পার করে আজ অসিয়ত লিখতে বসেছি যখন বয়সের ৬৩টি ধাপ পার করে এসেছি। আর মৃত্যু যেটা কখনোই দূরে ছিল না এখন আরও নিকটে এসে গিয়েছে। এই আফসোস এবং লজ্জা এই জন্য যে, আমার ব্যাপারটা একজন সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে ভিন্নতর। যাকে অসিয়ত তৈরী রাখার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১৯৬৬ সালের প্রথম হার্টএ্যাটাকটি ছিল অনেক শক্ত ধরনের। এরপরও এ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক আমাকে ৩০টি বছর দিয়েছেন বোনাস হিসেবে। এই দীর্ঘ সময়ে একজন সাধারণ মানুষের তুলনায় আমি ধাপে ধাপে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছি। মাঝখানে আরো চারবার হার্টএ্যাটাক হয়েছে, তিনবার এ্যাম্বুলেন্সে অত্যন্ত সতকর্তার সাথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখান থেকে ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। ২০ বছর ধরে এনজাইনা। চারবার এনজিওগ্রাফী হয়েছে। দু'বার বাইপাস সার্জারী শুধুমাত্র বাইপাস নয় হার্টের বালবের সমস্যার কারণে ওপেন হার্ট সার্জারী করতে হয়েছে। বর্তমানে আমার হার্টের একটা বাল্ব প্লাষ্টিকের।

১৯৯১ এর হার্টএ্যাটাকের পর এনজাইনা বেড়েই চলছে এখন অবস্থা এমন পর্যায়ে যে, তৃতীয় সার্জারীর চিন্তা-ভাবনা চলছে। দু'সপ্তাহ লাহোরে হৃদরোগের ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন থাকার পর বর্তমানে ইংল্যান্ডে আছি। পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেয়া যায় এজন্য ৮ই ফেব্রুয়ারী আবারও এনজিওগ্রাফী করা হবে। আল্লাহ যদি অন্যথা না চান তবে যেটা মোটামুটি নিশ্চিত যে অপারেশান হবে। আমি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলি, আমার যদি কিছু হয়ে যায় এবং লোকেরা আমার মেডিক্যাল History জানতে পারে তবে আশ্চর্য হবে না এ লোক মরে গেল কেন বরং আশ্চর্য এ কারণে হবে যে এই লোক এতদিন বেঁচে ছিলো কিভাবে ?

কিন্তু এতকিছুর পরও অসিয়ত লেখা হলো না। এই ভুল শুধু অসিয়তের ক্ষেত্রে নয় সকল ক্ষেত্রেই জানা-বোঝার পরও ভুল হতে থাকে। জীবনের এক বিরাট অংশ নষ্ট হয়েছে এরকম গাফিলতিতে।

www.pathagar.com

এই দীর্ঘ সময়ে আমি মৃত্যু থেকে গাফেল ছিলাম অথবা অসিয়ত লিখার চিন্তা করিনি এমন নয়। কয়েক বছর যাবৎ মৃত্যুকে স্মরণ রাখার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে ১৯৮২ সনের পর থেকে আরো বেশী। বিগত পাঁচ বছর যাবৎ মুহূর্তে মুহূর্তে এই মোরাকাবা করেছি যে, দ্বিতীয় নিঃশ্বাস আমি আর নিতে পারব কি না। পারলে শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় পারবো। রাতে ঘুমের সময় যদি ভুলে না যেতাম তাহলে এ দোয়া পড়তাম যে—

إِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا অর্থাৎ 'হে আল্লাহ যদি তুমি আমার রুহকে রুখে দাও তথা আমার মৃত্যু হয়ে যায় তবে তুমি এর প্রতি (রুহের প্রতি) রহম করবে।' (বুখারী)

১৯৮২ সনের অপারেশনের পূর্বে তোমাদের সবার নামে এবং অন্যদের নামেও চিঠি লিখেছিলাম এবং অসিয়তসহ সব চিঠিপত্র নার্সের দায়িত্বে দিয়েছিলাম। গত এক বছর যাবৎ শুধু এ চিন্তায়-ই ছিলাম। কিন্তু অন্যান্য লেখনীর বিষয়গুলো এতো সময় নিয়ে নিতো যে, সুযোগ করতে পারতাম না। লাহোরের হাসপাতালেই লেখা শুরু করে দিয়েছিলাম কিন্তু ধারাবাহিকতা থাকেনি। আজ ১৯৯৬ সনের ২৭শে জানুয়ারী ফারুকের বাসায় বসে পুনরায় শুরু করছি মাসিক 'তরজুমানুল কোরআনের' সম্পাদনার গুরুভার নিয়েও জীবনের অন্তিম প্রান্তে অসিয়ত লিখে যাচ্ছি। আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করছি তিনি যেন এ কাজটি সম্পূর্ণ করার তৌফিক দেন।

এ অসিয়ত মূলত: লিখা হচ্ছে লামাত, আহমাদ, হাসান, ফারুক, ফারাহ, ওয়ায়েস, ফায়েজা, হুমা, নওশাবা, সীমা, বেলাল, মারয়িয়্যাম এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্যে। তবে তাদের মাধ্যমে এ ওসিয়াতের সাধারণ অংশগুলো সর্বসাধারণের জন্যে যদি প্রকাশ হয় তবে আমার কোন বাধা নেই।

মৃত্যু ও ধৈর্য্য

আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তোমাদের যে দুঃখ ও বেদনা হবে, এর পুরোপুরি উপলব্ধি আমার আছে। ভালবাসা এবং বন্ধন যতো দৃঢ় হয় বিচ্ছিন্নতার কষ্ট ও বেদনাও তখন ততো বেশী হয়। আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসায় আমার কোন সন্দেহ নেই। একারণে তোমাদের যে পরিমাণে দুঃখ ও শোক হবে সে ব্যাপারেও আমার কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে

www.pathagar.com

কিছু কথা সামনে রাখছি, তোমরা এটার উপর আমল করবে। আল্লাহ পাক আমার জন্যে এবং তোমাদের জন্যে স্থায়ী কল্যাণ এবং বরকতের উপায় বানিয়ে দিবেন। তোমরা তোমাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

(১) হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ রহমত যেটা তিনি তোমাদের হৃদয়ে দিয়েছেন। দিলের কোমলতা এবং চোখের অশ্রুও তাঁর রহমতের একটি ধারা। এই দুঃখ এবং সিক্ততাকে আল্লাহর রহমত মনে করবে। হৃদয়ের এমন কঠোরতা যা পারিপার্শ্বিক অনুগ্রহ পরিবর্তনে কোন রকম প্রভাবিত হয় না কিংবা চোখের শুষ্কতা যা অশ্রু প্রবাহ করে না। আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়ারই লক্ষণ। এ কথাগুলো ভালভাবে মনে রাখলে তা দুনিয়াতে দুঃখে কষ্টে প্রলেপের মত কাজ করবে এবং আখেরাতে উত্তম প্রতিদানের উপায় হবে।

(২) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই যখন এ জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, বলেছেন নিঃসন্দেহে আমার হৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত, চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত, কিন্তু আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ্‌র প্রতি এই পরম নির্ভরতায় সান্ত্বনা ও ধৈর্য্যের উপকরণ খুঁজে পাবে এবং সেই সীমারেখা-ও জানতে পারবে যেখানে তোমাকে দুঃখ-কষ্টের প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে হবে। দুঃখের মুহূর্তগুলোতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য অর্জন করতে পারবে, শোক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য পাবে, দুঃখ এবং কষ্টের প্রতিদান পাবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের কারণে আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাবে। فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 'আমার অনুসরণ করো আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে ভালবাসবেন।' (আল-ইমরান : ৩১)

(৩) যে কাজ আল্লাহ্ পাক অপছন্দ করেন অসন্তুষ্ট হন, সে সব কিছু স্মরণ রাখবে এবং এর থেকে আত্মরক্ষা করবে। কারণ এগুলো ঈমানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। হৃদয় ও চোখ তোমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। একে থামানো-ও জরুরী নয় বরং এ অবস্থা আল্লাহর দান। কিন্তু জিহ্বাকে লাগাম দেয়া জরুরী। এটা তোমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এমন কোন কথা যেন মুখ থেকে না বের হয় যেটা রাযা বিল কাযার বরখেলাফ। কোন রকম অভিযোগ, হতাশা, গ্লানি যেন না থাকে। এটাই তোমাদের পক্ষ থেকে আমার জন্য প্রথম মূল্যবান উপহার যেটা কঠিন সময়ে আমার কাজ দিবে এবং চোখ বন্ধ হবার সাথে যে সবের মুখোমুখী আমাকে হতে হবে। অনর্থক কথাবার্তা না

www.pathagar.com

বলে বরং ধৈর্য্য এবং এ জাতীয় আমলের ধারাবাহিকতা তোমাদের জন্যে আরো বেশী কল্যাণকর হবে।

(৪) এ ব্যাপারে সব সময় সচেতন থাকবে যেন মুখ থেকে হা-হুতাশ সৃষ্টিকারী কোন কথা না বের হয় এবং হৃদয়ে যেন এসব চিন্তার সৃষ্টি না হয়। একথা তো কখনোই বলবে না কিংবা চিন্তা করবে না যে "যদি ! এমন হত বা এমন না হতো ... তাহলে এটা হতো না ....''।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি" শব্দটি শয়তানী আমলের দরজা খুলে দেয়।

আল্লাহ পাক বলেছেন, এটা কাফেরদের ভাষা। তোমরা তাদের মতো হয়ে যেওনা যারা কুফুরী করেছে এবং সফরে ও যুদ্ধে মৃত আপনজনদের ব্যাপারে বলতো-"যদি (না যেতো) আমাদের কাছে থাকতো তাহলে তারা মারা যেতো না নিহত হত না।" এ জাতীয় কথাগুলোতো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের অন্তরে দুঃখের অগ্নিশীখাকে বাড়ানোর জন্যে।

(আলে ইমরান ঃ ১৫৬)

(৫) যেটা হবার ছিল সেটা হয়ে গিয়েছে, এটা কোনক্রমেই ফিরানো যাবে না। এ জন্য-ও যে, যা হওয়ার ছিল সেটা এইভাবে, এই সময়ে, এই জায়গায় ঘটতো। কোন তদবিরেই কিছু হতো না। এদু'টি কথা ভালভাবে মনে রাখলে রাযা'বিল কাযার অর্ধেক মানসিকতা অর্জিত হবে। নিজেরা সব সময় স্মরণ রাখবে এবং অন্যকেও স্মরণ করাবে যে, কোন বিষয়ে হুকুম দেয়া, দিক নির্দেশনা দেয়া এবং কোন বিষয় নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। যেসব উপকরণ দৃষ্টির সম্মুখে আসে সেগুলো আল্লাহর ইচ্ছাশক্তিকে অনুধাবন করার মাধ্যম। যারা আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞ তাদের দৃষ্টি জাগতিক এসব উপকরণের মধ্যে আটক হয়ে যায় এবং এসব উপকরণ তাদের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যা কিছু ঘটে আল্লাহর হুকুমে ঘটে। কোন মুসীবত কখনো হয় না আল্লাহর হুকুম ব্যতীত।

(সূরা তাগাবুন ঃ ১১)

এটাই হৃদয়কে সঠিক রাখার ঔষধ। "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, আল্লাহ তার অন্তরে হেদায়াত দান করেন।" (সূরা তাগাবুন ঃ ১১)

যে মুসীবত পড়েছে সে মুসীবত সরানো যায় না, যেটা পড়েনি তা টেনে আনা যায় না। সমস্ত জ্বিন ও মানবজাতি একত্রিত হয়েও কোন ক্ষতি এড়াতে

www.pathagar.com

চাইলে বা কোন উপকার করতে চাইলেও পারবে না। হাদীস শরীফে আছে "কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং কাগজ শুকিয়ে গিয়েছে"। বিশেষ করে মৃত্যু, কোন ব্যক্তিই আল্লাহর হুকুম ব্যতীত এবং তার লিখিত সময়ের এক মুহূর্ত আগে বা পরে মৃত্যুবরণ করতে পারে না। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে কেউ একে রুখতে পারে না, যে কারণই হোকনা কেন। যেখানে মৃত্যু হবে, যেভাবে মৃত্যু হবে তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নেয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন–

لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلٰى مَضَاجِعِهِمْ *

অর্থাৎ 'যাদের মৃত্যু লেখা আছে, তারা নিজেরা নিজেদের হত্যার প্রান্তরে তথা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে এসেছে।' (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০৪)

যখন সবকিছু পূর্ব থেকে লেখা রয়েছে তখন কোন বস্তু হাত ছাড়া হলে হা-হুতাশ কেন করবে? এসব কিছুতো এ জন্য ছুটে গিয়েছে যে "যাতে করে তোমরা কোন দুঃখ না করো যা হাত ছাড়া হয়েছে তার জন্য।"

(হাদীদ ঃ ২৩)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই দু'আ যা মাকা'মে ইবরাহীমের-ও দোয়া। যদি এখন পর্যন্ত পড়ে না থাকো তাহলে এখন নিয়মিত পড়তে থাক। অনেক লাভবান হবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَنْ يُّصِيْبَنِىْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ وَرَضَابِمَا قَسَمْتَ لِىْ *

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ ! আমাকে এমন ঈমান দাও যেটা হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে এবং এমন সত্য বিশ্বাস যেন আমি জেনে যাই, আমি কোন কষ্ট পাইনা সেটা ব্যতীত যা তুমি আমার জন্য লিখে দিয়েছো এবং আমার ভাগ্যে যা রেখেছো সেটার উপর যেন রাজী থাকি।'

তাই হয়েছে যেটা আল্লাহ লিখে দিয়েছেন। এ কথা সব সময় স্মরণ রাখবে, যা কিছু তিনি নিয়েছেন সে সব তারই ছিল। এ জন্য যে তিনিইতো দিয়েছিলেন। যা কিছু দিয়েছিলেন সেটা সাময়িক- مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

(আল বাকারা ঃ ৩৬)

www.pathagar.com

মূলতঃ এটা ধ্বংস হবার জন্য * كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ যা কিছু দুনিয়ার উপর আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। (আর রহমান ঃ ২৬)

অতএব, এটার উপর হতাশা এবং গ্লানি কেন থাকবে ? অভিযোগ কেন হবে ? শুধুমাত্র এটা পড়ো–

* لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلِلّٰهِ مَا اَعْطٰى এবং اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

অর্থাৎ 'যা কিছু আল্লাহ দিয়েছেন তা তারই ছিল। আর যা নিয়েছেন তাও আল্লাহরই।' শুধুমাত্র আমার থেকে বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারেই নয় বরং পার্থিব যে কোন "প্রিয় থেকে প্রিয়তর" বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নতায় এবং সেটা না পেলে নিজের হৃদয়, চিন্তা ও মুখকে এ সব শিক্ষার ছাঁচে ঢেলে ফেলো। তাহলে তোমরা প্রশান্তি, সুখ এবং অনন্ত ভাণ্ডার পেয়ে যাবে। পার্থিব সমস্ত দুঃখ শেষ হয়ে যাবে। তোমাদের সমগ্র সত্ত্বা শান্তিও পরম নিশ্চিন্ততায় ভরে যাবে। সীমাহীন পুরস্কারও পাবে। এ কারণে যে, এটাই সবরের প্রকৃত রূপ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

* اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ 'ধৈর্যশীলরা তাদের বেহিসাব প্রতিদান পাবে।' (সূরা আল জুমার-১০)

(৬) আমার ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং কোন রকমের অতিরিক্ত হা-হুতাশ থেকে বিরত থাকার জন্য এত দৃঢ়তার সাথে নির্দেশ দিচ্ছি দু'টি কারণে ঃ

(ক) বাহ্যিক কারণসমূহের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে খুব সম্ভবতঃ আমার মৃত্যু হৃদরোগের কারণে হচ্ছে। যদিও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দীর্ঘ রোগ-ভোগের পরও আল্লাহ পাক অন্য কোন কারণ লিখে রাখলে সেটাই ঘটবে। এক্ষেত্রে কিছু সময় পেতেও পারি। আবার নাও পেতে পারি হঠাৎ মৃত্যু চলে আসতে পারে। কোন ব্যস্ততার মাঝে অথবা এর পর পরই মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় সকলের দৃষ্টি "তাৎক্ষণিক কারণের" উপর যায় এবং বলা হয় "এটা না করতে থাকলে ওটা হতো না.....।" কারণটা যে প্রভু সৃষ্টি করেছেন সে প্রভুর প্রতি দৃষ্টি ধাবিত হয় না।

এটা বলা হয় না مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ কিন্তু কোন "কার্য-কারণ" এর সম্পর্ক থেকে তোমাদের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে

www.pathagar.com

রাখার জন্য আমি উপদেশ দিচ্ছি। চাই সেটা কোন তাৎক্ষণিক কারণ হোক কিংবা দীর্ঘ অসুস্থতা অথবা কোন বিষয়ে ব্যস্ততার কারণে হোক। বরং তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি তোমাদের দৃষ্টিকে "একজন সত্যিকার কর্তার" প্রতি নিবদ্ধ রাখার জন্য যিনি অদৃশ্য পর্দার অন্তরালে সুপ্ত রয়েছেন এবং খুব বেশী বেশী দৃশ্যমান তাদের কাছে যারা তাদের হৃদয় এবং অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যবহার করে। "কারণ" যে কোন কিছু হতে পারে। কিন্তু যা ঘটেছে তাতো হওয়ার ছিলো এবং সেই নির্দিষ্ট সময় ও সেই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতেই হওয়ার ছিল। যা কিছু হয়েছে আল্লাহর নির্দেশে হয়েছে।

مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ * "যা আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন তাই সংঘটিত হয়েছে আর যা তিনি চাননি তা সংঘটিত হয়নি।"

(আবু দাউদ)

দীর্ঘদিন ধরে আমি উপরোক্ত লাইনটুকু ফজরের পরে আমার অন্যান্য দোয়ার সাথে পাঠ করি। তোমরাও এ দোয়াটা পাঠ করবে এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর নিম্নোক্ত দোয়াটিও পাঠ করবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ * اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ *

অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, কেউ তাঁর শরীক নেই, বাদশাহী শুধুমাত্র তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য, তিনি সব কিছুর উপর শক্তিশালী। হে আল্লাহ যা তুমি দান করো সেটায় বাধা দেয়ার কেউ নেই, আর যেটা তুমি না দাও সেটা দান করার কেউ নেই।'

বিশেষ করে আজকের এই বৈষয়িক যুগে যখন সকল বিষয়কে ব্যাখ্যা করা হয় "জাগতিক উপকরণের" দৃষ্টিকোন থেকে, আমি তোমাদেরকে এই শেরকে খফী (সূক্ষ্ম শেরক) থেকে বাঁচার জন্যে তোমাদের হৃদয় এবং চক্ষুকে একথার প্রতিই নিবদ্ধ রাখার উপদেশ দিচ্ছি যে,

مَاشَاءَ اللّٰهُ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ *

www.pathagar.com

অর্থাৎ যা আল্লাহ চেয়েছেন তাই হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তি নেই। এটাই হচ্ছে সবরের বড় উপকরণ।

দ্বিতীয় কারণ ঃ যেটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে আমার মৃত্যুর তাৎক্ষণিক কারণ আল্লাহর কোন কাজে ব্যস্ততাও হতে পারে, বক্তৃতা করা অবস্থায় কিন্তু লিখতে থাকলে, কোন বৈঠকে বসে, কারো সাথে দেখা করা অবস্থায়, অভ্যাস মোতাবেক অথবা এমনিতে কোন ব্যস্ত মূহুর্তে মৃত্যু আসতে পারে।

যদি মৃত্যুর কারণ আল্লাহর কোন কাজ হয়, চাই তা তাৎক্ষণিক বা সার্বক্ষণিক তাহলে এ কাজকে দোষ দিবে না। এটা শুধুমাত্র একটি সত্য কর্তা (তথা আল্লাহ) থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে নেয়াই হবে না বরং যে কাজ তার কাছে প্রিয় সে ব্যাপারে হৃদয়ের সংকীর্ণতা এবং মুখের দ্বারা অভিযোগ তাকে অসন্তুষ্ট করার কারণ হতে পারে। এখন-ও মাঝে মাঝে জামায়াতে ইসলামী, জামায়াতের কাজসমূহ এবং জামায়াতের লোকদের উপর অভিযোগ চাপিয়ে দেয়া হয়। (ব্যস্ত রাখার কারণে এবং অসুস্থতার কারণে)। এখনও সমস্ত কাজের মধ্যে এ কাজকে (জামায়াতের কাজকে) কম করে করার জন্য বলা হয়। বিশ্রাম নেয়ার উপদেশের অর্থ হচ্ছে জামায়াতের কাজ থেকে বিশ্রাম নেয়া। অন্যান্য যে সকল মানসিক ও শারীরিক কার্যাবলী আমি করি সে ব্যাপারে কিছু বলা হয় না। এ ব্যাপারটি আমি এখনও অপছন্দ করি এবং আল্লাহর পাকও অসন্তুষ্ট হন। এ জন্য এই সময়ে আমি দৃঢ়তার সাথে তাকীদ করছি না তোমরা এমন কোন কথা বলো না অথবা চিন্তা করো না। যদি অন্য কেউ বলে তবে তাদের সংশোধন করে দিবে। যদি মনের মধ্যে চলে আসে তাহলে কোন কথা নেই।

যদি আল্লাহর রাহে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয় তাহলে তো আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া পাঠানো উচিৎ। আমার তো দোয়া হচ্ছে যদি শাহাদাৎ ভাগ্যে না থাকে তাহলে মৃত্যু যেন হয় আল্লাহ পাকের কাজ করতে করতে। হতে পারে এই (On duty) মৃত্যু কোন স্তরের শাহাদাতের অন্তর্ভুক্ত। কতলের সাথে পৃথক ভাবে মৃত্যর কথার কিছু অর্থ তো রয়েছে–

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ *

www.pathagar.com

অর্থাৎ যদি আল্লাহর রাহে তোমাদের মেরে ফেলা হয় অথবা মরে যাও তাহলে আল্লাহর যে রহমত ও ক্ষমা তোমাদের ভাগে আসবে সেটা সেই সব জিনিষ থেকে উত্তম যা লোকেরা জমা করে। (আল ইমরাণ ঃ ১৫৭)

আমার বিশ্বাস আজ পর্যন্ত ৩০ বছরের যে সুযোগ আমি পেয়েছি, আর এতো হার্ট এ্যাটাক এবং অপারেশানের পরও এবং এতো সহজে ও বিনা খরচে হয়েছে আর আমি একজন স্বাভাবীক মানুষের মতোই সমস্ত কাজ করতে পারি, এটা হচ্ছে সেই বরকত যা আল্লাহর কাজ করে অর্জিত হয়েছে, ভাল-মন্দ যেমন-ই করেছি। বরং চিন্তা করলে মনে হয় যতো পরিপূর্ণ কাজ এবং পরিণাম এই ৩০ বছরে হয়েছে, এর পূর্বে এটা সম্ভব হয়নি। বরঞ্চ ইসলামী আন্দোলনের বেশীর ভাগ কাজ ১৯৮১ ইং এর পর হয়েছে যখন লেহস্টার (ইংল্যাণ্ড)-এ দ্বিতীয় হার্ট এ্যাট্যাক হলো এবং এনজিগ্রাফী ও অপারেশানের ধারাবাহীকতা শুরু হলো। আমি আশা করি সামনে যদি আবারও কাজের সুযোগ হয় তবে এজন্য হবে যে, আমি তার কাজ করি।

অনেক বেশী সুযোগ পেয়ে তা অসচেতনাতা, আরাম আয়েশ এবং কিছু না করে ব্যায় করার চেয়ে অল্প সুযোগ পেয়ে বেশী কাজ করা আমার নিকট বেশী প্রিয়।

(৭) ধৈর্য্যের পরে আরো একটি স্তর রয়েছে সেটা হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকা, আর সেটাই প্রকৃত রাযা বিল কাযা। এটার উপরও নিজেদের চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করো। সে স্তরটা হচ্ছে এই যে প্রতিটি মুশকিলেই কল্যাণ দেখো যেট আল্লাহ পাক এর মধ্যে রেখে দিয়েছেন। সমস্ত কল্যাণতো আল্লাহরই হাতে। "তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ, তিনিই ক্ষমতার অধিকারী এবং সকল প্রশংসা শুধু তাঁরই জন্যে।

হতে পারে তোমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি তাৎক্ষণিকভাবে এটা নাও দেখতে পারে। একটি কল্যাণ তো হচ্ছে তোমরা ধৈর্য্য ধরলে আল্লাহ পাকের নৈকট্য এবং সাহচার্য লাভ করবে। দুনিয়া ও আখেরাতের উত্তম এবং অগণিত নেয়ামত ও উচ্চ মর্যাদা ভোগ করতে পারবে। বিপদ না আসলে এসব কিছু কিভাবে অর্জিত হতো ? একটু চিন্তা করে দেখো ধ্বংস্বশীল এই দুনিয়ার বড় থেকে বড় নেয়ামত ও প্রকৃত নেয়ামত নয়, না এখানকার কোন বিপদ প্রকৃত বিপদ, কারণ প্রথমত, প্রত্যেকটি পার হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, যে নেয়ামত লাভ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা না হয় সেটাও একটি মুসীবত স্বরূপ এজন্য যে, আল্লাহ পাক কোরআনে বলছেন–

www.pathagar.com

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ *

অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই সেদিন জিজ্ঞাসিত হবে নেয়ামত সম্পর্কে। (সূরা তাকাসুর : ৬)

আর যেই বিপদে আল্লাহর জন্য ধৈর্য্য ধরা হয় সেটা একটি নেয়ামত এবং এটার বেহিসাব পুরস্কার চিরদিনের জন্য। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "মুমীনের ব্যাপারটি বড় চমৎকার, নেয়ামত পেলে শুকরিয়া আদায় করে এবং বিপুল পরিমাণে পুরস্কৃত হয়। বিপদ আসলে ধৈর্য্য ধর তখনও অনন্ত সওয়াবের অধিকারী হয়।" (মুসলিম)

তোমরা উভয় অবস্থায় এ পুরস্কার লুফে নেয়ার চেষ্টা করবে। এই অবস্থা এবং প্রতিদানসমূহ থেকে যা কিছু অর্জিত হবে তার জন্যে উৎফুল্ল হবে। আর দুনিয়ার কোন ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত হাত ছাড়া হয়ে গেলে কিংবা কোন বিপদে পতিত হলে কোন রকমের আফসোস করবে না।

প্রতিটি বিপদে তোমাদের জন্য আত্মশুদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের উপাদানও রয়েছে। আর যদি তুমি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেখো এ আয়াতের দিকে তাকাও كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا অর্থাৎ তা মোমেনদের প্রতি রহমত স্বরূপ।

তাহলে দেখবে যে, প্রতিটি বিপদ তার দান, বন্ধুত্বের উপায় এবং তার সাথে সাক্ষাৎ ও নৈকট্যের উপায়, এর জন্যেই শুকরিয়া আদায় করা যায়।

(৮) রাযা বিল কা'যা এমন বাধ্যতার ব্যাপার নয় যে, যা হবার ছিল তা হয়ে গিয়েছে। বরং এর প্রতিদানে পুরস্কারের আশা পোষণ করা ও স্বাদ উপভোগ করার ব্যাপারটিও রয়েছে। আমার মৃত্যুর কারণে যে দুঃখ তাতো সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণে। পারস্পরিক ভালবাসার স্বাদ নৈকট্যের স্বাদ, একত্রে বসা, কথা-বার্তা বলার স্বাদ শেষ হবার কারণেই হচ্ছে এ দুঃখ। কিন্তু এটা শেষ হতো, আজ না হলে কাল। কিন্তু এই সব স্বাদেরই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আল্লাহ পাক করেছেন ধৈর্য্যশীল ও মুত্তাকী লোকদের জন্য। এমনস্বাদ যেটার কল্পনাও তোমরা করতে পারবে না।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ *

www.pathagar.com

অর্থাৎ যে সব চক্ষু শীতলকারী উপাদান তাদের আমলের বিনিময়ে তাদের জন্য গুপ্ত রাখা হয়েছে তা কোন নফ্স জানেনা। (আস সাজদাহ ঃ ৩২)

আল্লাহর পক্ষ থেকে এই প্রতিদানগুলো হবে চীরস্থায়ী। (সূরা তাওবা ঃ ২১)

তারা সেখানে (বেহেশতে) চীরকাল অস্থান করবে। (সূরা বাকারা ঃ ২৫ ও সূরা তাওবা ঃ ২২)

দেখো, আজ যে জিনিষ শেষ হয়ে গিয়েছে, এর ব্যাপারে ওয়াদা হচ্ছে কাল পাবে। যেমন ঃ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ অর্থাৎ (জান্নাত) একত্রে বসার স্বাদ। (আল হিজর ঃ ৪৭)

فِىْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ অর্থাৎ মজাদার মনোহর বিষয়ে মশগুল থাকার স্বাদ। (ইয়াসীন ঃ ৫৬)

উপভোগ করবে। বিশেষ করে তারা মিলিত হবে তাদের স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততিদের সাথে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِئُوْنَ *

অর্থাৎ তারা এবং তাদের স্ত্রীরা শুসীতল ছায়ায় উচুঁ আসনে হেলান দিয়ে বসবে। (ইয়াসীন ঃ ৫৬)

এই স্বাদের তুলনায় সেই সাময়িক স্বাদের কি স্থান রয়েছে যেটা আজ আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয়েছে। সুতরাং ঈমান ও আমলে সালেহ্র জন্য সর্বদা চেষ্টারত থাকবে, তাহলে আল্লাহ পাকের দৃঢ় ওয়াদা রয়েছে যে, হিসাব সহজ হবে, তারপর পুনরায় মিলিত হবো এবং চিরদিন একত্রে থাকবো। যেমন আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ *

অর্থাৎ যে সব লোক ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ও তাদের অনুসরণ করেছে তাদের সেই সব সন্তানাদিদেরকেও আমরা জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করবো। (সূরা তূর ঃ ২১)

www.pathagar.com

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

وَيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا *

অর্থাৎ আর তারা পরিবার পরিজনদের মাঝে উৎফুল্ল-চিত্তে ফিরে যাবে।

অন্য স্থানে ইরশাদ হচ্ছে–

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ *

অর্থাৎ (তাদের জন্য রয়েছে) এমন বাগিচা যেখানে তারা চিরদিন বসবাস করবে। তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং সাথে প্রবেশ করবে তাদের আত্মীয়-পরিজন, স্ত্রী এবং সন্তানরা যারা নেক্‌কার। (সূরা আর্‌রাদ ঃ ২৩)

এসবই হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে ওয়াদা।

(৯) 'ধৈর্য্যের যে প্রচলিত অর্থ ও পদ্ধতি রয়েছে তা আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিনা, সেরকম আমি করতে চাইও না। কিন্তু এতোক্ষণ যে কথাগুলোর অসিয়াত করেছি এর দ্বারা ধৈর্য্যের উঁচু স্তরকে তোমাদের জন্য গ্রহণ করতে সহজ এবং বিস্তৃত করে দিয়েছি। এর দরজাসমূহের চাবিগুলো তোমাদের হাতে তুলে দিয়েছি আমি আশা করি তোমরা এই চাবি দিয়ে ধৈর্য্যের এবং জান্নাতের দরজা নিজ হাতে খুলে নিবে এবং সহজভাবে এ পথে চলবে। শুধুমাত্র এ সুযোগেই নয় বরং সমস্ত জীবনব্যাপী শান্তি, সুখ, সফলতা এবং বিজয়ের রহস্য লুকিয়ে আছে ধৈর্য্যের মধ্যে। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন–

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা ধৈর্য্য ধরার কারণে তোমার রবের উত্তম ওয়াদা সমূহ পূর্ণ হয়েছে। (সূরা তআরাফ ঃ ১৩৭)

মৃত্যুর ব্যাপারে আমার অবস্থা আমি বলছি। যা বলছি তা বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে। কাল কি হবে আল্লাহ পাকাই ভাল জানেন। তার পছন্দনীয় হলে এটাকে যেন তিনি বৃদ্ধি করে দেন। আর অপছন্দীয় হলে যেন সংশোধন করে দেন।

www.pathagar.com

প্রথমতঃ মৃত্যু ভয় হচ্ছে স্বভাবজাত। আমি এ ভয় এর বাইরে কখনও ছিলাম না আর এখনও নেই, হয়তো মৃত্যুর সময়ও হবো না। মৃত্যুকষ্টের ভয়, মৃত্যু পরবর্তী কষ্ট এবং এই ভীতিকর পরিস্থিতি থেকে কারো নিস্তার নেই। পয়গাম্বরেরাও না।

হযরত মূসা (আ.) মিসর থেকে বের হলেন ভীত অবস্থায়। লাঠি সাপ হয়ে গেলে ভীত হয়ে পিছনে ফিরে দৌড়াতে লাগলেন। মৃত্যু যন্ত্রণা তো এই পৃথিবীর যন্ত্রনা। "মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা" (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রচিত অনুবাদক) গ্রন্থ পড়ে হযরত নবী করীম (সা.)-এর ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা.) যে বর্ণনা দিয়েছেন তা চিন্তা করলে হৃদয় কেঁপে উঠে।

দ্বিতীয়তঃ আমি এ কথা স্বীকার করছি যে, নিয়মিত ভাবে اَلشَّوْقُ اِلٰى لِقَائِكَ "হে আল্লাহ্ আমি আপনার সাক্ষাতের আকাংখী"। এই দোয়া পড়া এবং اَلنَّظَرُ اِلٰى وَجْهِكَ اَلْكَرِيْمُ হে আল্লাহ আমি আপনার সম্মানিত পবিত্র চেহারা মোবারক দেখে স্বাদ পেতে চাই-এ দোয়া এর স্বাদ তালাশ করা সত্ত্বেও সেই অবস্থার সাথে নিজেকে একীভূত করতে পারিনি। মৃত্যুর কথা চিন্তা করলে (আর মৃত্যুই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের দরজা) "মৃত্যু ভয়" "আকাংখার" উপর বিজয়ী হয়ে যায়। এমন কি তার সম্মানিত চেহারা মোবারক দেখে স্বাদ পাওয়ার আকাংখাও এই ভয় দুর করতে পারে না। কিংবা এমনও হতে পারে যে "স্বভাবজাত ভয়" এর সাথে "বিবেক প্রযুক্ত আকাংথা এবং তৃপ্তিদায়ক অবস্থা এর সংমিশ্রণ কিভাবে হতে পারে তা আমার জানাই নেই। এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ বর্ণনায় কিছুটা ভরসা পাওয়া যায় যেখানে হুযূর (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করে আল্লাহ্ পাকও তার সাথে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করে আল্লাহ পাকও তার সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।

(নাসায়ী-কিতাবুল জানায়ে)

এখানে শুনে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা তখন মৃত্যু যন্ত্রনাণার কথা উল্লেখ করলেন, "আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই মৃত্যুকে অপছন্দ করে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, "আমার উদ্দেশ্য এটা নয়। বরং যখন মুমীনকে আল্লাহ পাকের নেয়ামত, সন্তুষ্টি জান্নাতের

www.pathagar.com

সুসংবাদ দেয়া হয় তখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠে।"(সহীহ আর বুখারী, কিতাবুর রিক্বাক্ব)

কিন্তু আমি যখন আমার আমলের দিকে তাকাই তখন সুসংবাদ প্রাপ্তির প্রত্যাশা খুব অল্পই থাকে। "ভালবাসা এবং উৎসাহের" উপর "ভয়" প্রভাব বিস্তার করে। তথাপি হযরত মূসা (আ.)-এর মতো হৃদয়ের আকাঙ্খা এটাই হয়–

رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ *

অর্থাৎ পরওয়ারদিগার যে কল্যাণই তুমি আমার প্রতি নাযিল করো আমি সেটার মুখাপেক্ষী। (সূরা ক্বামার ঃ ২৪)

মৃত্যু ভয় যতোনা বেশী তার চেয়ে বেশী ভয় বদ আমলের যা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আকাংখার প্রতিবন্ধক।

তৃতীয়তঃ পার্থিব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে আমি অনুভব করি যে, কোন বস্তু হাতছাড়া হয়ে যাবার দুঃখ আমার মাঝে এতোটা তীব্র হবে না যে তা আমাকে যন্ত্রণা দিবে। যদিও বাস্তব অবস্থা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। পার্থিব কোন ক্ষতি এখন অন্তরে তেমন বিধে না। কোন আশা আকাঙ্খা এমন নেই যেটা অপূর্ণ থেকে যাবার আফসোস এবং হতাশা রয়েছে। বরং এখন তো বুঝতে পারি না কোন মোটা অঙ্কের অর্থ হাতে আসলে সেটা দিয়ে অন্যের শখ পূর্ণ করা বা আল্লাহর রাস্তায় তা ব্যায় করা ব্যতিত নিজের আর এমন কি শখ রয়েছে যাতে আমি তা ব্যায় করতে পারি ? নাকি এটা রেখে যাব যাতে করে আমার পরে অন্যের প্রয়োজন পুরণ হয়।

হ্যাঁ যদি কিছুমাত্র সম্পর্ক অনুভব করি তবে তা হচ্ছে আমার সেই সব লিখনি এবং বক্তৃতা ও আলোচনা যা বর্তমান আছে। অথচ প্রকাশিত হয়নি। কিংবা আমার সেই সব চিন্তাধারা ও অনুভূতিসমূহ যা হৃদয়ে যেটা রয়েছে, যে সব এখনো লিখতেও পারিনি বলতেও পারিনি। আমি তাদের জন্যও চিন্তা করি যাদের সমস্ত খুশী এবং আশা আকাঙ্খা আমার উপর নির্ভর করছে। তাদের কি ব্যবস্থা হবে ? আমার পরে তাদের কি হবে বাহ্যিকভাবে যাদের জন্য কোন বন্দোবস্ত দেখছি না ? উভয় অবস্থায় আল্লাহর প্রতি ভরসাই শান্তির মাধ্যম। আর নয়তো কত লোক আমার চেয়ে ভাল উপায় উপকরণ ছেড়ে, চিন্তাধারাকে অপূর্ণাঙ্গ রেখে অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি রেখে চলে যাচ্ছেন। (কোন বিষয়ে) যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই মঞ্জুর না হয় তবে আমার চিন্তার কি আছে ?

www.pathagar.com

এ পর্যন্ত যা কিছু ছাপা হয়েছে তাদিয়ে কিইবা এমন হয়েছে ? আর অন্যদের লেখা উন্নত্তমানের যে সব বই রয়েছে তা দিয়েই বা কি অর্জিত হচ্ছে ? কে জানে ১৯৮১ এরপর যেমন অনেক সময় পার হয়েছে তেমনি হয়তো আল্লাহ পাক আজকের পরও সুযোগ রেখেছেন এবং হতে পারে এ অসুস্থতাও বিশ্রামের জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে যা অনেক কাজ পুরা করার জন্যে প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সম্পর্ক রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার একমাত্র অভিভাবক হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি চিরঞ্জিব কখনো যার মৃত্যু নেই। (সূরা আল ফুরকান ঃ ৫৮) তিনিই (আল্লাহ) আমাদের জন্য যথেষ্ট।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً *

অর্থাৎ আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা আন্‌নিসা ঃ ৪১)

তোমাদের সবার ব্যাপারে যে সব আশা আকাঙ্খা ছিল তা অধিকাংশ সময়ে দোয়ার আকারে হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজ আমি খুব কমই করতে পেরেছি। নিজের এই ত্রুটিসমূহের ব্যাপারে অনুভূতি আমার আছে আর আশা করি কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে কেউ এ ব্যাপারে আমাকে জবাবদিহী করবে না। সাথে সাথেই আল্লাহ পাকের এই আযিম ইহসানের শুকরিয়া আদায় করা আমার নাগালের বাইরে যে তিনি তোমাদের সবাইকে আমার আকাঙ্খা ও আমলের চেয়েও বেশী নেক ও সালেহ্ বানিয়েছেন এবং তাঁর দ্বীনের জন্য কাজ করার উপযোগী করে তৈরী করেছেন। লোকজন এর জন্য আমাকে ক্রেডিট দেয় কিন্তু আমি জানি এর মধ্যে কারো চেষ্টা যদি থাকে তবে সেটা হচ্ছে তোমাদের নিজস্ব চেষ্টা এবং তোমাদের বেড়ে উঠার ব্যাপারে সব চেষ্টা তোমাদের মা'র। কিন্তু এ দ্বীন তো শুধুমাত্র একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ পাকের। তোমাদের উপরও তার নেয়ামত এবং আমার উপরও।

এই আশা-আকাঙ্খাসমূহ প্রকাশ্যে ও কিছুটা গোপনে সব সময় ছিল এবং থাকতো। কিন্তু ১৯৭১ সনে ঢাকায় তোমাদের সবার কাছ থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছি যে পুণরায় মিলিত হবার আশা খুব কমই ছিল। যেভাবে মৃত্যু বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়েছি যে চতুর্দিকে গুলি চলছিল। এমতাবস্থায় জানোয়ারের কাছেও নিজের আশ্রয়স্থল থাকে। কিছুদিন তো আমি বুঝতে পারিনি কোথায় আশ্রয় নেই। কোন সৃষ্টির কাছে আশ্রয়ের আবেদন করতে চাইতাম না, আলহামদুলিল্লাহ! করতে হয়নি। অতঃপর আল্লাহ পাক আশ্রয় দিলেন ইজ্জতসহকারে।

www.pathagar.com

হেফাযতও করেছেন (ভারতে যুদ্ধ বন্দী হিসেবে) এবং ক্যাম্পে আমার অবস্থানের উপর পর্দা দিয়ে রেখেছিলেন। সেখানেও একদিন মাথার উপর দিয়ে গুলি চলছিলো। আমরা সকলে অন্ধকারে মাটিতে শুয়ে থাকলাম। আর তিনি রক্ষা করেছেন এবং তারপর সঠিক সুস্থ অবস্থায় তোমাদের সাথে মিলিত করেছেন এবং তার পরের বাকী জীবন ভালভাবে বর্ণনা করা যাবে। আল কুরআনের আয়াত দিয়ে–

فَاٰوٰكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ *

সুতরাং তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, তোমাদেরকে তার সাহায্য দিয়ে মজবুত করেছেন এবং উত্তম রিযিক দান করেছেন। (আনফাল ঃ ২৬)

ক্যাম্পের জীবনে ৩০০ জন মানুষের সাথে, যেখানে আমি বন্ধি হিসেবে একটা কারা প্রকোষ্টের মত একটা খুপড়িতে ছিলাম, থাকার মধ্যে এক রকম আনন্দ ছিল। জীবনের অন্য কোন চিন্তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম, যেভাবে আজ ছাড়ছি। কিন্তু কোন রকম আফসোস এবং বন্ধন তোমাদের সঙ্গেই ছিল। এ সময়ে আল্লাহ পাক যখন প্রতিদিন ভোর রাতে দোয়া চাওয়ার নেয়ামত দিয়ে ছিলেন তখন তোমাদের ব্যাপারে সমস্ত আকাঙ্খা দোয়ার আকারে হৃদয় হতে বের হতো। এরপর আজ পর্যন্ত যখনই এবং যতোবারই এ দোয়ার তৌফিক হয়েছে, এর মধ্যে তোমাদের অংশ সব সময় ছিল। আমলের দিক থেকে কিছু করিনি। কিন্তু তার কাছে চেয়েছি। এখন আজ যা কিছু চাচ্ছি, এর ওসিয়ত ও তাকীদ তোমাদের করছি। যেমন মানুষ রূপে দেখতে চেয়ে আসছি, তেমন হবার চেষ্টায় লেগে থাকো। এটাই হচ্ছে আমার সর্বশেষ আকাঙ্খা এবং ওসিয়ত।

আমার হৃদয় এটার স্বাক্ষ্য দিচ্ছে আমি যা কিছু চেয়েছিলাম, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে সে সব অনেক দিয়েছেন। এই জন্য আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, আগামীতেও তিনি আমার দোয়া এবং তোমাদের চেষ্টায় অনেক কিছু দান করবেন। দুনিয়া ও পরকাল উভয় স্থানে। দুনিয়াকে আমি এ কারণে প্রথমে রাখি কারণ দুনিয়াই দ্বীন ও আখেরাতের চাবীকাঠি।

رَبَّنَا اٰتِنَا ..... এ দোয়া-এ আল্লাহ পাক ও দুনিয়ার স্থান রেখেছেন আগে।

www.pathagar.com

১ ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই লক্ষ্য হবে

দুনিয়ার ব্যাপারে আমি সর্বপ্রথম যে জিনিষটি চেয়েছি তা হচ্ছে, আল্লাহ যেন তোমাদের হৃদয়ের পরিতৃপ্তি দেন। হৃদয়কে দুনিয়া থেকে মুখাপেক্ষিহীন রাখেন। দ্বীন ও দুনিয়ার মূল সম্পদই হচ্ছে নফসের পরিতৃপ্তি। সমস্ত অকল্যাণের মূলে রয়েছে দুনিয়ার মোহ। এটাই সে জিনিষ যার ব্যাপারে আমার অনুভূতি হচ্ছে, আল্লাহ পাক তোমাদের কোন না কোন রূপে দিয়েছেন। সম্ভবতঃ আমার দোয়া কবুল করেছেন। এ থেকে আশা করা যায় অন্যান্য দোয়াও কবুল হয়েছে। আমার নিজস্ব ব্যাপারে যে সব দোয়া করেছি তাও। এই সম্পদ যতটুকু পেয়েছো এর কদর করবে। এর হেফাযত করবে। এটা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হবে। সেখানে কম হবে, ত্রুটি থাকবে সেটা ভরাট করবে। দুনিয়া পরিত্যাগ করার মধ্যে জুহুদ (সাধুবাদীতা) নেই। দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ত্যাগ করার নাম জুহুদ (সাধুতা)। দুনিয়ার হালাল ও পবিত্র বস্তু থেকে স্বাদ আস্বাদন করো। কিন্তু কারো পূজা করো না, হৃদয়কে আবদ্ধ করো না। উত্তম জিনিষ খাও আয়ও করবে কিন্তু কোনটির সঙ্গে হৃদয়কে বেঁধোনা। এসব কিছু হওয়া না হওয়া যেন এক হয়। এই চেষ্টায় থেকো। আল্লাহ পাক প্রচুর পরিমাণে দিলে তার দান হিসেবে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করবে। অস্বচ্ছলতায় নিপতিত হলে সেটাকেও তার দান মনে করে শুকরিয়া আদায় করবে। সুস্বাদু খাবার হোক অথবা শুকনো রুটি, কিংবা অভুক্ততা, প্রতিটি অবস্থাকে তার দান মনে করে সর্বাবস্থায় স্বাদ আস্বাদন করো। যখন হৃদয় দুনিয়া থেকে বেপরোয়া হবে, তাহলে দুনিয়ার জন্য সেই আল্লাহ পাকের নাফরমানী কেন করবে ? প্রতিটি ক্ষণে, সর্বাবস্থা আমরা যার মুখাপেক্ষী। অতঃপর দুনিয়াবী কিছু ছুটে যাওয়ার পর বা কিছু না পেলে কেন দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে ?

দুনিয়ার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টী ক্রয় করবে না। কিংবা দুনিয়ার কারণে নিজের প্রাণকেও অযথা কষ্ট দিবে না।

www.pathagar.com

২ ঃ শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করবে

এ দুনিয়ার ব্যাপারে দ্বিতীয় অতঃপর যে বস্তুটি আমি চেয়েছি তা হচ্ছে আল্লাহ পাক যেন তোমাদের কোন সৃষ্টিকূলের মুখাপেক্ষী না করেন। শুধুমাত্র যেন তাঁর মুখাপেক্ষী করেন। কোন মানুষের কারো করুণার পাতর যেন না বানান। শুধুমাত্র যেন নিজের করুনার পাত্র বানান। কারো কাছে হাত পাততে যেন না হয়। শুধুমাত্র নিজের ভিখিরী যেন তিনি বানান। নবী করীম (সা.) কয়েকজন সাহাবীর কাছ থেকে বিশেষভাবে বাইয়্যাত নিয়েছিলেন যেন তারা কারো কাছে হাত না পাতেন। সাওয়ারীর উপর হতে কোড়া পড়ে গেলেও তারা নিজেরা নেমে উঠাতেন। কারো কাছে আবেদন করতেন না। আমি যদিও এটার উপর যথাযথ আমল করতে পারিনি। তথাপি এটাই আমার আদর্শ ছিল। তোমাদের জন্যও এই আদর্শ হওয়া উচিৎ। যতটুকু সম্ভব তোমরা এর উপর আমলের চেষ্টা করবে। এর পদ্ধতি হচ্ছে সমস্ত আশা আকাঙ্খা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে করবে। মানুষের কাছে যা রয়েছে, তাদের হাতে যা আছে সে সব কিছুর উপর থেকে সমস্ত আকাঙ্খা ছিন্ন করে নাও।

وَاَجْمَعُ الْاَيَاسَ مِمَّا فِىْ اَيْدِى النَّاسَ ـ اَللّٰهُمَّ اقْذِفْ فِىْ قَلْبِىْ رَجَاءَكَ وَاَقْطَعْ عَنِّىْ رِجَاكَ لِمَنْ سِوَاكَ *

হে আল্লাহ মানুষের কাছে যা রয়েছে তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখাপেক্ষী হীন রাখো। হে আল্লাহ ! আমার হৃদয় যেন শুধু তোমার থেকে আশা করে। তুমি ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে আমার আশা ছিন্ন কর।) মানবিক সম্পর্কের অধিকাংশ খারাবীগুলো এবং জীবনের বেশীরভাগ নিরান্দকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে আশা ভঙ্গের (Broken expcetation) ফলশ্রুতিতে। এভাবে সম্পর্ক ও ঝগড়া-ফ্যাসাদ থেকে পবিত্র থাকবে। নিরান্দ পরিস্থিতি থেকেও মুক্তি ঘটবে।

৩ ঃ হালাল রিযক অর্জন করবে

দোয়ায় তৃতীয় যে জিনিষটি চেয়েছি তা হচ্ছে, তোমাদেরকে দুনিয়াতে তিনি হালাল ও পরিত্র রিযক যেন প্রচুর পরিমাণে দান করেন। অন্তত এতটুকু যেন দেন যে. তোমরা স্বচ্ছলতার সাথে নিজস্ব প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে

www.pathagar.com

পারো, হৃদয়ের পরিতৃপ্তি (কিনা'আত) সহকারে সন্তুষ্ট থাকো এবং দুনিয়ার নিজেদের অংশটুকু যেন তুলে নিতে পার।

এতটুকু দুনিয়া দ্বীনকে রক্ষার জন্য জরুরী। পৃথিবী থেকে এই পরিমাণ অংশ নিতে ত্রুটি করবে না। এটা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যান্য ইবাদতের সৌন্দর্যের জন্য জরুরী। এই জন্য, এই পরিমাণ দুনিয়া অর্জনকে ইবাদত মনে করেই কাজ করবে। কিন্তু এ বিশ্বাস অবশ্যই রাখবে যতটুকু পাওয়ার তা অবশ্যই পাবে। হারাম পথে গেলে বেশী কিছু অর্জিত হবে না।

وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ "দুনিয়া অর্জনের মধ্যেও সুন্দর নীতি অবলম্বন করবে।" হাদীসের এ নীতিকেও সামনে রেখো। (কানজুল উম্মাল হাদীস নং ৯২৯১)

৪ ঃ আমানত ও দিয়ানত

দুনিয়ার এবং তার উপকরণ ও অধিকার আদায়ের সমস্ত কাজ আমানত স্বরূপ। এটা পরিপূর্ণ আমানতদারীর সঙ্গে আদায় করবে। দিয়ানতের (সততা) ছড়ি কখনও হাত ছাড়া করো না। পূর্ণদায়িত্ব সহকারে নিজস্ব কাজকে পরিপূর্ণতা দান করবে। প্রতিটি কাজ উত্তরূপে সর্বোত্তম পন্থায় সম্পাদন করো। সর্বোত্তম মান বজায় রাখবে।

পার্থিব প্রতিটি কাজের সফলতাকেও উঁচু স্তরকে লক্ষ বানাবে। দ্বীনদারীর অর্থ এটা নয় যে মানুষ দুনিয়া থেকে বেপরোয়া হয়ে যাবে। প্রতিটি কাজ ইবাদত রূপে গণ্য হবে যদি তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য কারো এবং আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে পবিত্র থাক।

৫ ঃ আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হিসেবে জীবনযাপন করবে

আমার প্রকৃত আকাঙ্খা তো হচ্ছে এটা, শুধুমাত্র এটা, (এবং সব কিছু সেই আকাঙ্খারই প্রতিরূপ) যে, তোমরা আল্লাহর বান্দারূপে জীবন অতিবাহিত করো। খাঁটী ও একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে। বন্দেগীর মর্মার্থ হচ্ছে একদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছাসমূহ এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধসমূহ সন্তুষ্ট চিত্তে প্রচন্ড আগ্রহ সহকারে মেনে চলবে এবং অন্যদিকে সন্তুষ্টী সহকারে এবং মহাব্বতের সাথে সেই সব কাজও করবে যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফরয করেন নি,

www.pathagar.com

অথচ যেটা করলে তিনি খুশি হন। ভালবাসা তো প্রিয়তমের চোখের ইশারার অপেক্ষায় থাকে। কোন কিছু বলা ব্যতীতই তার ইচ্ছা জেনে যায়, দৃষ্টি তার চেহারার উপরই থাকে। এ অবস্থার বহিঃপ্রকাশ নামাযের পর তিনবার নিম্নোক্ত স্বীকারোক্তির মাধ্যমে হয়।

رَضِيَتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا *

"আমি আল্লাহকে আমার প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে, ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।

যে ব্যক্তি এ অবস্থা অর্জন করেছে সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদও পেয়েছে। (হাদীস, সহীহ আল বুখারী)

অন্য দিকে যে সব তার স্বিদ্ধান্ত সে সব বিষয় এর প্রতিও সন্তুষ্ট থাকো। অর্থাৎ তার নির্দেশ মোতাবেক সন্তুষ্ট চিত্তে সব কিছু করবে। তিনি যেভাবে রাখেন সে ভাবেই সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকবে।

رِضَابِمَاقَسَّمْتَ لِيْ

আল্লাহ আপনি আমার জন্যে যে বন্টন করেছেন এতে আমি শন্তুষ্ট। এই অবস্থার বহিঃপ্রকাশ এবং স্বীকারোক্তি নামাযের পরে এই কলেমা দিয়ে করো।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ * اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ بِمَا مَنَعْتَ *

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, সকল জাতীয় সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্যে এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ ! আপনি যা কিছু দান করেছেন তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। আর আপনি নিষেধ করলে তা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই।

www.pathagar.com

৬ ঃ প্রতিটি কাজ ইবাদত

আল্লাহর খাঁটি বান্দারূপে নিজেকে গড়ে তোল। একদিকে পার্থিব কোন কাজ যেন বন্দেগী বর্হিভূত না হয়। পর্যন্ত যে, খাওয়া, পরিধান করা, হাসি-কান্না, ঘুম সব কিছু। হুযূর (সা.) সব কাজ করতেন এবং আবদে কাসেম (আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ বান্দা) ছিলেন। আপনার কোন কাজ এমন ছিল না যেটা ইবাদত নয়। কিন্তু অন্যদিকে যেটা জরুরী সেটা হচ্ছে, সব কাজ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য করবে। আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যেই করবে। আল্লাহ তায়ালার বাণী–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ *

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে। (বাক্বারা ঃ ২০৭)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى *

অর্থাৎ সে শুধুমাত্র তার রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। (লাইল ঃ ২০)

এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। এই গুণ ব্যতিত বড় থেকে বড় দ্বীনি কাজও, যেমন নামায, কুরআন, শাহাদাত, ইনফাক ও (আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়) পার্থিব কাজ হয়ে যায়। আর এই গুণ থাকলে ছোট ছোট দ্বীনি কাজ এবং পার্থিব সব কাজও মীযানে ভারী হবে। এই ইখলাস অর্জন করতে পারলে কম আমলও যথেষ্ট হবে। জীবন ও হৃদয়ে আল্লাহর রঙ সৃষ্টি হবে। হৃদয়ে জীবনে বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দুনিয়ায় সমস্ত বিদ্বেষ ও অশান্তির মূলে রয়েছে ইখলাসের কমতি। বিশেষ করে দ্বীনি কার্যাবলীতে।

নিজের নিয়্যতকে আল্লাহর জন্য খাঁটি একনিষ্ঠ করবে এবং এটা বজায় রাখার চেষ্টা করবে। এটি স্বল্প এবং সহজ একটি পদ্ধতি। সমগ্র দ্বীনের মোতাবেক তৈরী করার পথও এটা। আল্লাহ্কে সব সময় মনে করা এবং মনে রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে এটা। এটাই সার্বক্ষণিক যিকর্।

www.pathagar.com

৭ ঃ আল্লাহ ভীতি অর্জন করবে

সব কাজ আল্লাহর জন্য করা সহজ হবে তখন, যখন সর্বক্ষণ মনে রাখবে যে, এই কাজ আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে এবং সে অবস্থায় কবুল হবে যদি শুধুমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। এর সাথে দৃষ্টিকে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে নিবদ্ধ রাখো। সে সব শুভ পরিণাম এবং আযাবের ওয়াদা করা হয়েছে, সে সব আযাব থেকে বাঁচতে বা সে সাওয়াবের খোঁজে থাকো। জান্নাতের লোভ এবং জাহান্নামের ভয়, এ দু'টি জিনিষ বন্দেগীর রাহে তোমার দুটো মযবুত বাহু হিসেবে প্রমাণিত হবে। * يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمْعًا

অর্থাৎ নিজের রবকে ভয় ও বিশ্বাসের সাথে তারা (ইমানদাররা) ডাকে। (আস্‌সাজদা ঃ ৩২)

এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে পাঠানো হয়েছিল। যেন লোভ ও ভয় দুটির সমন্বয়ে মন=মানসিকতাকে বন্দেগীর উপযুক্ত করে তৈরী করা যায়।

৮ ঃ সর্বাবস্তায় আল্লাহকে স্বরণ করবে

আল্লাহর স্মরণকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। সর্বপ্রকারে এর গুরুত্ব অনুভব করবে। সব সময় স্মরণ করো সকাল-সন্ধ্যায়, রাত ও দিনে। সর্ববাস্থায় স্মরণ করো। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই হৃদয় মনে প্রশান্তি আসে।

اَلاَ بِذِكْرِاللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ *

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর স্মরণ (যিকির) দ্বারা হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।

৯ ঃ আল্লাহ হাজির নাজির

মনে রাখবে তিনি (আল্লাহ) সব সময় তোমাদের সাথে রয়েছেন।

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ *

তোমরা দু'জন হলে তৃতীয়জন তিনি, যিনি সব কিছু দেখছেন, শুনছেন। অন্তরের নিভৃত কোনে যা কিছু রয়েছে তাও তিনি জানেন। আগামী কাল যা কিছু ঘটবে তাও তাঁর জানা রয়েছে।

www.pathagar.com

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ *

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় সকল বিষয়ে জ্ঞাত। (আল্ হুজুরাত)

১০ ঃ আল্লাহর রাজত্ব

মনে রাখবে যে এই বিশ্বজাহানে কেবলমাত্র তাঁরই নির্দেশ চলে, অন্য কারো নয়। সকল কিছুই তাঁরই রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরই অনুগত। সকল বিষয়ের উপর তিনিই ক্ষমতা রাখেন। কোন কিছু কোন কাজ তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (বারাকা ঃ ১৪৬)

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ *

অর্থাৎ আকাশ এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সব কিছু আল্লাহরই জন্যে। (বারাকা ঃ ১০৭)

لَه مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ *

অর্থাৎ আকাশ এবং যমীনের রাজত্ব কেবলমাত্র তাঁরই।

اِنَّمَا اَمْرُه اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَه كُنْ فَيَكُوْنُ *

অর্থাৎ যখন তিনি কোন বিষয়ের ইচ্ছা পোষণ করেন তখন তাঁর কাজ হচ্ছে শুধু হুকুম দিয়ে বলা যে "হয়ে যাও" আর তখনই ত হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৮২)

১১ ঃ হামদ্ ও শোকর

মনে রাখবে যে সকল নিয়ামত তাঁরই দান। সুতরাং প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা তাঁরই জন্যে।

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ *

অর্থাৎ তোমাদের নিকট এত নিয়ামত রয়েছে তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। (নাহল ঃ ৫৩)

www.pathagar.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

অর্থাৎ সকল জাতীয় প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্যে। সুতরাং তোমরা যখন হাম্‌দ এবং শোকর এর অর্থ জেনে নিবে, সকল নেয়ামতকে তাঁর দান এবং অনুগ্রহ হিসেবে জানতে পারবে এবং সকল নিয়ামতের (অনুগ্রহের) জন্যে তাঁর শোকর (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করা শিখবে তখন বুঝবে যে তোমরা ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়ে গিয়েছ। এই হামদ এবং শোকর আখেরাতে তোমাদের পাল্লাকে ভরে দিবে। যদি দুনিয়ার কোন ক্ষুদ্র নেয়ামতও অর্জিত হয়, চাই তা এক লোকমা খাবার কিংবা এক ফোঁটা পানীয়, অথবা যদি কোন ক্ষয়ক্ষতি থেকে বেঁচে যাও কিংবা যদি কোন অতিক্ষুদ্র নেক কাজ করারও সুযোগ ঘটে, আর আলহামদুলিল্লাহ বলারও সুযোগ হয় তবে এ সকল বিষয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং যা কিছু তোমরা অর্জন করেছ তার উপর আল্লাহর শোকর আদায় কর।

যখন তোমাদের সকাল শুরু হবে "আলহামদুলিল্লাহ" আওয়াজ দিয়ে, সারা দিন ব্যাপি প্রতিটি বিষয় 'হামদ' এর এই আওয়াজের ভিত্তিতেই পরিচালিত হবে আর রাতও শেষ হবে "হামদ" এর উপর তখন তোমরা অনুমানও করতে পারবে না। যে জীবন কতটা প্রশান্তি, স্বস্তি এবং কি পরিমাণ খুশী আর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। তোমরা অনুমান করতে পারবে না আল্লাহ তায়ালার নিকট এ জীবন কতটা প্রিয়।

اِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ *

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় কর তবে তিনি তো ইহাই তোমাদের জন্যে পছন্দ করেন। (জুমার ঃ ৭)

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ *

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেয়ার কি কাজ থাকতে পারে যদি তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন? (নিসা ঃ ১৪)

শোকর এবং হামদ এত বেশী পরিমাণে করতে হবে যাতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে যান। তিনি যদি সন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে এটা এত বড় অনন্ত নেয়ামত হবে যে যতই শোকর করা হোকনা কেন কম মনে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) শোকর আদায় করতেন এই বলে ঃ

www.pathagar.com

لَكَ الْحَمْدُ حَتّٰى تَرْضٰى وَلَكَ الْحَمْدُ اِذَا رَضِيْتَ *

অর্থাৎ সকল জাতীয় সকল প্রশংসা তোমারই জন্যে হে আল্লাহ যতক্ষণ না তুমি শন্তুষ্ট হও এবং সকল প্রশংসা তোমারই জন্যে যখন তুমি (আমার প্রতি) সন্তুষ্ট হও।

১২ ঃ আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাস রাখবে

এবং মনে রাখবে যে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ হবেই। যে কোন সময় এ সাক্ষাতের ডাক আসতে পারে। অতএব পুরো জীবনটাই হচ্ছে এ সাক্ষাতের জন্যে প্রস্তুতির আরেক নাম। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

(١) وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ *

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন দেখে যে সে আগামী কালের (আখেরাতের) জন্য কি উপার্জন করেছে ?

(٢) وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ *

অর্থাৎ আর তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে তাঁর নিকট। (হাশর ঃ ১৮)

(٣) وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ *

অর্থাৎ তাঁর (আল্লাহর) নিকটই গন্তব্যস্থল। (মু'মিনুন ঃ ৭৯)

(٤) وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ *

অর্থাৎ তাঁর (আল্লাহর) নিকটই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (বাকারা ঃ ২৪৫)

এ সাক্ষাতের প্রস্তুতির জন্যে তত বেশী শক্তি তৈরী হবে। আর যত বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করবে (আখেরাতের জন্যে) চীরস্থায়ী মুক্তির এবং সফলতার সুযোগ তোমাদের তত বেশী হবে।

১৩ ঃ আল্লাহকে স্বরনের পদ্ধতি

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে স্মরণ করার অগণিত অনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। মনে মনে 'আল্লাহ আল্লাহ' করা, তাঁর সিফাতসমূহ (গুনরাজী) কল্পনা করা, এটা

www.pathagar.com

মনে করা যে তিনি আমাকে দেখছেন। যখনই সম্ভব এবং যত বেশী সম্ভব ধ্যানকে তাঁর দিকে রাখতে হবে এবং তাঁর ধ্যানেই রত থাকতে হবে।

১৪ ঃ দোয়া ও রাতের নামায

আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করার জন্যে যেসব সুনির্দিষ্ট শব্দাবলী বাক্যাবলী, যিকির এবং দোয়া যা নবী করীম (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো যত বেশী সম্ভব মুখস্ত করতে শিখবে। আরবীতে না পারলে উর্দুতে (তথা নিজ মাতৃভাষায়)। অর্থ এতটা মুখস্ত করতে চেষ্টা করবে এবং পড়ার উপর গুরুত্বারোপ করবে। বিশেষ সময় সমূহে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করার ইচ্ছা আগ্রহ এবং অভ্যাস গড়ে তুলবে। বিশেষ করে রাতের শেষ প্রহরে। যখনই এবং যতটা আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দান করেন তখনই দোয়া করবে, কিছু সময়ের জন্য হলেও তাঁর সামনে কান্নাকাটি করবে, তাঁর নিকট হাত পাতবে, তাঁর নিকট অনুনয় বিনয় করবে। এই দোয়া ও নির্দিষ্ট যিকির সমূহের জন্যে একটা নেসাব (তালিকা) বানিয়ে নাও। আমিও যে এরকম নেসাব বানিয়েছি তাতো তোমরা জান। "আল্লাহর নৈকট্য লাভের সহজ পদ্ধতি নামক, পুস্তকে আমি তা লিখেছি। (উল্যেখ্য যে বইটি ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক)

১৫ ঃ কোরআন

কুরআন তো নিজেই যিকর্ একটি নূর, রহমত এবং হেদায়াত।

شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ *

অর্থাৎ অন্তরের রোগের প্রতিশেধক।

কুরআনের সঙ্গে যতটুকু সখ্যতা ও মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারো তা নিশ্চয়ই করবে। যতটুকু সময় কুরআনের সান্নিধ্যে কাটাতে পারো, তা অবশ্যই কাটাবে। যদি মূল কিতাব না খুলতে পার তবে এর কিছু অংশ হৃদয়ের মাসহাফ (তথা মুখস্ত অংশ) থেকে পড়াকে নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। এর মধ্যে কুরআনও আছে, হামদ্, তাসবীহ্, তাকবীর ও তাহ্লীল আছে। দুআ আছে, আসমা উলহুসনাও রয়েছে। প্রভুর সাথে সাক্ষাতের কথাও আছে। হৃদয় ও জিহ্বা উভয়ের যিক্র আছে এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও যিকির আছে।

www.pathagar.com

১৬ ঃ সালাতে খু শু অর্জন করবে

সমগ্র যিক্‌রের সারাংশ হচ্ছে নামায। নামাযে কখনো গাফলতি করবে না। যতদূর সম্ভব প্রতিটি নামায খুশু এবং আল্লাহর যিক্‌রে আপ্লুত হয়ে আদায়ের চেষ্টা করবে। নামাযের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর যিকির।

اَقِمُ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ *

অর্থাৎ নামায কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্যে। ত্বাহা ঃ ১৪)

খুশুর চেষ্টা করা কোন মুশকিল ব্যাপার নয়। কোন কিছুর উপর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখো। যেমন নিজের উপর যে, আল্লাহ তায়ালা আমায় দেখছেন। আল্লাহ পাকের গুণাবলীর প্রতি, কাবা ঘরের প্রতি, মুখ নিসৃঃত বাণীর উপর মনোযোগ দান সর্বশেষে এটা মনে করো যে, এই নামায আমার শেষ নামায।

১৭ ঃ সালাতে বা জামায়াত আদায় করবে

জামায়াতে নামায আদায় করার বাধ্যবাদকতার ব্যাপারে পরিপূর্ণ গুরুত্বারোপ করবে। জামায়াতে নামায, জামায়াত ব্যতীত নামাযের তুলনায় ২৭ গুণ বেশী উত্তম। এশার নামায জামায়াতে আদায়কারী ব্যক্তি এমন যে, অর্ধরাত্রি ইবাদতে দন্ডায়মান ছিল। আর ফজরের নামায জামায়াতে আদায় কারী ব্যক্তির ব্যাপারেও একই কথা। অনেক মুফাসসিরিন এর মতে আল্লাহ তায়ালার বাণী–

قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ *

অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তিরা রাতের খুব অল্প অংশই ঘুমে কাটায়। (আজ্‌জারিয়াত ঃ ১৭)

তাদের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যারা ইশার নামায জামায়াতে আদায় না করে ঘুমায় না। আমাদের মত গুনাহগারদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা রাত্রি জাগরনের সাওয়াব প্রাপ্তির পথ কতইনা সহজ করে দিয়েছেন (এশার নামায জামায়াতে আদায় করার মাধ্যমে)। এর পরও এই সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া (তথা এশার নামায জামায়াতে না আদায় করা) কতইনা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

www.pathagar.com

১৮ ঃ সালাত বা সবরের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করবে

আল্লাহ তায়ালার নিকট সব সময় সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকবে সালাত (নামায) এবং সবর (ধৈর্যের) মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা চাইলেই কেবল সকল কাজ সহজ হয়ে যাবে, সকল কাজে শফলতা আসবে এবং উদ্দেশ্য পুরণ হবে। সবরের ব্যাপারে পূর্বেই উল্যেখ করেছি। আর এ সবর অর্জনের শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং নামায আদায় করা। কোরআনে হাকীমের যেখানেই আল্লাহ তায়ালা সবরের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন সেখানে যিকির, তাসবিহ, হামদ্ এবং নামাযের ব্যাপারেও জোর দিয়েছেন। সুতরাং এ দুটো সবর এবং সালাত একসাথে পালন করতে হবে। তাহলেই কেবল তোমার হৃদয়, প্রকৃতি, কাজ এবং পুরো জীবন সুখ শান্তিতে সমৃদ্ধ হবে।

১৯ ঃ ইনফাক্ব ও মুমিনের গুন

আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ দাসত্ব করা আল্লাহ তায়ালার নিকট সব চেয়ে বেশী প্রিয় এবং কাঙ্খিত। এইসব সম্পর্কের ব্যাপারে এবং নিজের চরিত্র বৈশিষ্ট ও লেনদেনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানুযায়ী থাকতে হবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক সব কিছু করতে হবে। তাঁর সন্তুষ্টির প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি পেশ করতে হবে এবং তা অর্জনের জন্য সবৃত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

এ জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যা কিছু আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন, তা তাঁর উদ্দেশ্যে তাঁর ভালবাসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর বান্দাদের মধ্যে ব্যায় করবে। নিজের ধন সম্পদ, সময়, মনযোগ, আবেগ, অনুভূতি সব কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকাশ করতে হবে। এমনকি কারো প্রতি হৃদয়ের সংকির্ণতা, ক্রোধ সম্পর্কের অবনতি উন্নতি ইত্যাদিও আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ *

অর্থাৎ আমি যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা আল্লাহর পথে ব্যায় করে। (সূরা বাক্বারা ঃ ৩)

দেখো যে নামাযের সাথে, আল্লাহর পথে ব্যায় করার সম্পর্ক কত গভীর। যেখানেই ইক্বামাতে সালাত (নামায কায়েম) এর কথা উল্যেখ করছেন

www.pathagar.com

সেখানেই আল্লাহর পথে ব্যায় এবং যাকাত আদায় করার কথাও উল্যেখ করেছেন। যেখানেই ক্বিয়ামুল লাইল (রাত্রি জেগে ইবাদাত করা) এবং ইসতিগফার বিল আসহারের (রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা) কথা বলেছেন সেখানেই তাঁর পথে উদার হস্তে সম্পদ এবং রিযিক ব্যায়ের উল্যেখ করেছেন। যেখানেই ক্ষমা এবং মার্জনার প্রশংসা করেছেন সেখানেই আল্লাহ তায়ালা দুঃখের সময় কিংবা খুশির মুহূর্তে তাঁর রাস্তায় দান করাকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন সর্বপোরী ঈমানের সাথে গরীবকে দান করা এবং মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানোকে যুক্ত করে দিয়েছেন। এখানে কিছু আয়াতে কারীমা পেশ করা হল ঃ

(١) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى *

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করল, তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকল এবং ভাল কাজের সত্যতা প্রমাণ করল তার জন্যে আমি সহজ করে দিব। (আল্লাইল ঃ ৯২)

(٢) وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ *

অর্থাৎ তারা আল্লাহর পতে খরচ করে এবং রাতির শেষ প্রহরে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। (আলে ইমরান ঃ ১৭)

(٣) يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ *

অর্থাৎ তারা খুশির সময় কিংবা দুঃখের মুহূর্তে তথা সর্ববাস্থায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। (আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

(٤) تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ *

অর্থাৎ তাদের পিঠ তাদের প্রভুর ভয়ে এবং তাঁর রহমতের আশায় বিছানা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে (অর্থাৎ রাত্রি জেগে ইবাদাতে মশগুল থাকে) আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যায় করে। (আস্ সাজদাহ ঃ ৩২)

www.pathagar.com

(٥) كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَفِى اَمْوَالِهِمْ حق للسائل والمرحوم *

অর্থাৎ তারা রাতের বেলা খুব কম ঘুমায়, রাতের শেষ প্রহরে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আর তাদের সম্পদে অধিকার রয়েছে দরিদ্র এবং বঞ্চিতদের জন্যে। (আয্ যারিয়াত ঃ ১৭-১৯)

অন্তরে উপরোক্ত আয়াতগুলোর চিত্র অংকন করে এগুলোকে চোখের সামনে রাখা, এগুলোর উপর আমল করা, এগুলোর ভিত্তিতে নিজের সকল কর্মতৎপরতা এবং লেন দেনকে সাজানো তোমাদের সফলতার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু এ শিক্ষাগুলোর মধ্যে আল্লাহর পথে ব্যায় করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করবে।

২০ ঃ মানুষের সাথে সদাচরণ করবে

কোন সৃষ্টিকে, বিশেষ করে কোন মানুষকে তার চেয়ে বেশী কোন মুসলমানকে নিজের কথা বা কাজ দ্বারা কষ্ট দিবে না। যেভাবে আল্লাহর জন্য সব কাজ করা সমস্ত দ্বীনের সারাংশ ঠিক তেমনি ভাবে কাউকে কষ্ট না দেয়অও সমগ্র আহকামে ইলাহীর (আল্লাহর আইনের) সারকথা। শরীয়তের যে হুকুমের প্রতিই লক্ষ্য করো না কেন এই নিয়ম কোন না কোন রূপে পেয়ে যাবে। যেমন ঃ হুদ্দদে, নিকাহ ও তালাকে, লেন-দেনে, সমাজ ব্যবস্থায় ইত্যাদি। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বস্তুর ব্যাপারেও উপদেশ দেয়া হয়েছে যে কোন মুসলমানের সামান্য জিনিসও তামাসাচ্ছলে লুকাবেনা। তাঁর দিকে কোন অস্ত্র দ্বারা ইশারাও করবে না। সে উঠে গেলে তার স্থানে বসবে না। তার মাথা ডিঙিয়ে আগে যাবে না। ঘরে ঝগড়া-ঝাটি করো না। ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতুহোলী হয়ো না, অনুমতি ব্যতীত তার চিঠি পড়বে না। তার গোপন কিছু প্রচার করবে না। রাতে উঠলে এমনভাবে উঠো যেন কারো ঘুম নষ্ট না হয়। নীতিসমূহ এতো ব্যাপক যে, আর কতগুলো তোমাদের বলবো। ব্যাস এই নীতির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করো যে কোন সৃষ্ট জীবনে নিজের কথা ও কাজ দ্বারা কষ্ট পৌছাবে না। অন্যদের ক্ষেত্রে যে নীতিমালা পেশ হয় এর আলোকে নিজস্ব কার্যাবলী বিচার করবে, এই দাঁড়ি-পাল্লায় মেপে নাও। বিশেষতঃ যে কথাবার্তা বলো, যে সব শব্দাবলী উচ্চারণ করো এর মধ্যে প্রচুর অসবাধানতা হয। অতএব, এমনি প্রতিটি কথা ও কাজে সাবধানতা বজায় রেখে চলবে। এমন কি শরীয়তের কোন গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

নীতির উপর আমল করতে গিয়ে যদি কাউকে কষ্ট দেয়া হয় এবং তার থেকে ক্ষমা চাওয়ার কোন সুযোগ না থাকে তথাপি ইস্তেগফার অবশ্যই করবে।

২১ ঃ সৃষ্টি কুলের প্রতি সহানুভূতি

এর সীমারেখা শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মুসলিমান ভাইয়ের জন্য। শুধু বিশেভাবে তাকীদ করা হয়েছে।

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰه *

অর্থাৎ সমস্ত মাখলুক আল্লাহর পরিবার। (কানজুল উম্মাল)

তাদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে যে যতো বেশী ভাল, ততবেশী সে আল্লাহর নিকট প্রিয়। এমন কি এ সৃষ্টির মধ্যে জানোয়ারও অন্তর্ভুক্ত। উটকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাখা, এর উপর সহ্যের অতিরিক্ত বোঝা অর্পন করা, একে বিশ্রাম না দেয়া, একটি জানোয়ারের সামনে অন্য একটি জানোয়ার জবেহ করা, ভোতা ছুরি দ্বারা জবেহ করা, পাখিল নিকট থেকে তার সন্তান ছিনিয়ে নেয়া, পিঁপড়াকে আগুনে পোড়ানো এসব কিছু করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। যদি জানোয়ারদের সাথে এই নীতি হয়। তবে পাপী মুসলমান হোক থবা অমুসলিম, তাদের কি অধিকার রয়েছে সেটা তোমরা নিজেরা চিন্তা করে দেখো।

২২ ঃ নিজেকে বাচাঁও

এমন কোন কাজ যার দ্বারা কারো জান, মাল অথবা ইয্যতের উপর সামান্যতম হামলা হয় তা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এমন হারাম যেমন ঃ শুকর, মদ ও সূদ হারাম। রোযা অবস্থায় (আল কুরআনে) দিনের বেলায় খাওয়া দাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে অন্যের সম্পদও অন্যায়ভাবে ভোগ করাকে সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে। (সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৭-১৮৮)

পানাহারের চারটি জিনিষকে হারাম করার পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার কোন হুকুমকে ইচ্ছাকৃত ভাবে গোপন করাকে পেটকে আগুন দিয়ে ভরে ফেলার সমকক্ষ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। (সূরা বাক্বারা ঃ ১৭৩-১৭৪)

মনে রাখবে যে আল্লাহ তায়ালার কোন নির্দেশ অমান্য করা তাঁর নির্দেশ গোপন করার চেয়েও মারাত্মক। বাধ্য হলে হারাম বস্তু খাওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু বাধ্য হলেও আল্লাহর নির্দেশ গোপন করার কোন সুযোগ নেই।

www.pathagar.com

আর অনুরূপ ভাবে কারো কোন না জায়েয মাল খাওয়া, গিবত করা, মিথ্য অপবাদ দেয়া, চোগলখুরী করা, পরনিন্দা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাধ্য 'হয়েছি' এরকম ওজর পেশ করার সুযোগ নেই। এ অপরাধসমূহের শাস্তি শুধুমাত্র আগুন নয়। বরং তার চেয়েও ভয়াবহ। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার এসব অপরাধীদের সাথে কথা বলবেন না এবং এদেরকে পবিত্র করবেন না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৭)

এগুলো হচ্ছে অধিকারের ব্যাপার। সুতরাং এ থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা নেই যতক্ষণ না যার অধিকার ক্ষুন্ন হয়েছে সে ক্ষমা করে কিংবা আল্লাহ তায়ালা তার থেকে ক্ষমা করার কোন পথ বের করে দেন। সুতরাং এ ধরনের অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচাও। আমি আবার বলছি "নিজেকে বাঁচাও"। আর যদি কারো অধিকার ক্ষুন্ন করে ফেল তাহলে এ দুনিয়াতেই ক্ষমা চেয়ে নাও। কেয়ামতের দিন গুনাহগার এবং সম্বলহীন অসহায় হয়ে যেওনা।

২৩ ঃ জবানের হেফাজত

সব কিছুর পূর্বে নিজের জিহ্বার হেফাযত করো। জিহ্বার কারণে জাহান্নামে পড়া থেকে বাঁচার একটা রাস্তাই আমি পেয়েছি। তা হচ্ছে "অন্যের" ব্যাপারে কোন ভাল কথা বলা ব্যতীত নিজের জিহ্বাকে বন্ধ রাখবে। কারো পিছনে কোন প্রকার নিন্দা করো না। সামনে কোন অপবাদ দিওনা যেটা তুমি প্রমাণ করতে না পারো। দুর্বলতা প্রকাশ করবে না। কোথাও গীবত হতে থাকলে, তৎক্ষণাৎ উঠে যেতে নাপারলে বা বিরত না করতে পারলে তবে ইস্তেগফার পাঠ করা শুরু করে দেবে। নিজের বৈধতা প্রমাণের কোন ব্যাখ্যা দিবে না।

অন্যদের বলতে, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা এবং সন্তানরাও অন্তর্ভূক্ত। শ্বশুর শ্বাশুড়ী, বোন-ভাই, চাকর-চাকরানী, প্রতিবেশী, ঘরের পাশের প্রতিবেশীও এবং কোরআনে বর্ণিত অল্প সময়ের প্রতিবেশী তথা সফর সঙ্গীও আলোচ্য হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। অন্যের সাথে সম্পর্কের কারণে গুনাহ করার তোমার কোন অধিকার নেই। বরং এক্ষেত্রে তার অধিকার ক্ষুন্ন করা আরো বড় অপরাধ। প্রতিটি মানুষের ব্যাপারে নিজের জিহ্বাকে বন্ধ রাখো। বরং তার ব্যাপারে ভাল কথা বল। তাছাড়া মুক্তির অন্য কোন উপায় আমি দেখি না।

www.pathagar.com

২৪ ঃ ছোট নেকী অথচ দামী

অধিকার নষ্টের পরিবর্তে অধিকার আদায়ের ব্যাপারে চিন্তা করো। কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকার পরিবর্তে যে সব সুন্দর ব্যবহার করতে পারো, যেসব খেদমত করতে পারো, যেসব প্রয়োজন পূরণ করতে পারো, সেসব করো। ছোট ছোট নেকীর যে পরিণাম প্রতিদান রয়েছে সেটা তোমরা বুঝতেই পারবে না। কাউকে যানবাহনে (গাড়ী, বাস, প্লেন) উঠতে সাহায্য করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া, কারো বাল্টীতে পানি ভরে দেয়া, ব্যবহার্য জিনিষপত্র ধার দেয়া, কাউকে দেখে একটু মুচকি হাসি দেয়া, তাকে সম্মানের সাথে পাশে বসানো, কোন মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ করা এ গুলো মসজিদে নববীতে এতেকাফের চেয়ে বেশী ফযীলতপূর্ণ কাজ। যতোক্ষণ তুমি আল্লাহর কোন বান্দার প্রয়োজন পূরণ বা সাহায্যার্থে লেগে থাকবে, আল্লাহ তোমার প্রয়োজন পূরণ এবং সাহায্য করতে থাকবেন। (হাদীস)

তুমি দুনিয়ায় কারো কষ্ট দূর করলে আল্লাহ পাক কেয়মতের দিন তোমার কষ্ট দূর করবেন। তুমি আজ কারো ত্রুটি ঢেকে রাখলে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তোমার ত্রুটি ঢাকবেন। ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ালে, অসুস্থ লোকের খোঁজ-খবর রাখলে, এদের নিকট আল্লাহকে পাবে।

২৫ ঃ অন্য মানুষের দোষ তালাশ করনা

যে সমস্ত খারাপ কাজ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত সে সব কাজ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তোমাদেরকে আমি বিশেষভাবে তাকীদ করছি। কোন ব্যক্তির দোষ খোঁজ করো না, নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। কারো দোষ খুঁজে বের করার জন্যে অত্যাধিক কৌতুহল হারাম। এই হারামে কখনও নিমজ্জিত হয়ো না। কারো ত্রুটি ও গুনাহ জানতে পারলে এর উপর পর্দা দিয়ে দিও। পেছনে বলাবলি করার কি প্রয়োজন ? সামনে বলেও কাউকে কষ্ট দিওনা, লজ্জিত করবে না। তুমি এর থেকে কিছুই অর্জন করতে পারবে না। অন্যজন মনে কষ্ট পাবে। প্রমাণ ব্যতীত কারো উপর অপবাদ দিবে না। দোষারোপ এবং মিথ্যা অপবাদ দেয়া হারাম। দোষারোপ মিথ্যা অপবাদ, গীবতকে একত্রিত করবে না।

www.pathagar.com

২৬ ঃ অহংকার করবেনা

এই সব আহকাম মোতাবেক চরিত্র গঠন করতে হলে তোমাদের হৃদয়কে কয়েকটি খারাবী থেকে পাক করতে হবে যে সব খারাপ কাজগুলো অন্য সকল খারাপ কাজের উৎস।

প্রথম নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে "অহংকার" নিজেকে বড় কিছু মন করা আর অন্যকে নিকৃষ্ট মূল্যহীন মনে করা। সব সময় বিনয়ী হব। কেয়ামতের দিন যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তোমাকে পুতপবিত্র করে কবুল করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার নিজের ব্যাপারে কিছুই বলতে পার না। যদি তিনি তোমাকে প্রত্যাক্ষাণ করেন তাহলে তোমার চেয়ে অপমাণিত আর কে হতে পারে ? দুনিয়ার এই জিন্দান খানায় নিজেকে অন্য সকল অপরাধীর চেয়ে মহৎ কিছু মনে করার চেয়ে বোকামী আর কি হতে পারে যতক্ষণ না হাশর দিনের মালিক আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা প্রকাশ না পায়। সকল মুসলমানকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করবে। অন্যের সুন্দর মহৎ গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখবে, দোষত্রুটির প্রতি নয়। ভাল কাজের উল্যেখ করবে, মন্দ কাজের নয়।

নিজের দোষও অন্যের নিকট প্রকাশ করবে না। কিংবা নিজেকে অন্যের নিকট খাট করবে না। বরং আল্লাহ তায়ালার সামনেই নিজেকে একজন লজ্জিত বান্দা হিসেবে উপস্থাপন করবে। মানুষের সামনে উঠা-বসা, চলা-ফেরা এবং কথাবার্তা বলবে। কিন্তু গাঠার মত নিজের আওয়াজকে উঁচু করবে না। অহমিকা প্রদর্শন করবে না। এ শরীরের উপর অহমিকা প্রদর্শন করার কি থাকতে পারে যে শরীর কীট পতঙ্গের খাদ্যে রূপান্তরিত হবে ?

২৭ ঃ অন্তরকে বিস্তৃত কর

হৃদয়ের কৃপণতা এবং সংকীর্ণতা থেকে হৃদয়কে পবিত্র রাখো, যত বেশী বিনম্রতা অবলম্বন করবে এবং এ কথা যতো বেশী বিশ্বাস করবে যে, সব কিছুর মালিকানা আল্লাহ পাকের, আজ দিয়ে দিলে আগামী কাল বিপুল পরিমাণে পেয়ে যাবে, আজ আটকে রাখলে পরবর্তীতে তাই জীবনের জন্য কষ্টকর হয়ে উঠবে, ততই হৃদয়কে বিস্তৃত করা সহজ হবে। আল্লাহ তায়ালার মহত্বের ধারণা দিয়ে নিজের হৃদয়কে যত বেশী পূর্ণ করবে তোমাদের হৃদয় সমূহ তত বেশী উদার হবে। নিজের বড়ত্ব, মর্যাদা অবস্থান, উদ্ধত্য, দম্ভ, সম্পদের বড়াই যত বেশী অনুভব করবে, তোমাদের জীবন তত বেশী আনন্দঘন হবে।

www.pathagar.com

আজ যদি সম্পদ আল্লাহর পথে দিয়ে দাও, ক্রোধ রুখে দাও, নিজের উদ্ধত্যকে কোরবানী কর এবং হৃদয় থেকে দুনিয়ার ভালবাসা বের করে দাও, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হৃদয়কে এত প্রশস্ত করে দেবেন যে, তোমাদের জীবন চলার পথ কোমল এবং আনন্দময় হয়ে যাবে যাতে করে তোমরা এমন জান্নাতে প্রবেশ করার অধীকারী হবে যে জান্নাতের প্রশস্ততায় আসমান ও যমীন অন্তর্ভূক্ত।

২৮ ঃ কোমলতা অর্জনে সচেষ্ট হও

হৃদয়ের কোমলতা এবং সমবেদনা, ভালবাসার উষ্ণতা এবং আবেগ, রহমতের প্রশান্তি এসব কিছু অনেক বিশাল সম্পদ।

হৃদয় কোমল হলে কথা-বার্তায়ও কোমলতা ফুটে উঠবে। শব্দসমূহ হবে নম্র। ব্যবহার এবং বাচনভঙ্গিতে থাকবে কোমলতা, লেন-দেনেও নম্রতা থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কোমলতা অর্জন কর, যে ব্যক্তি কোমলতা থেকে বঞ্চিত সে ব্যক্তি সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। (সহীহ মুসলিম)

ভালবাসা দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায়। নম্রতা দিয়ে যে বস্তু অর্জন করা যায় কঠোরতা দিয়ে তা হয় না। ভালবাসা দিয়ে যা কিছু অর্জিত হয় তা ঘৃণা কিংবা বিরক্তিও শত্রুতা দিয়ে হয না।

اَلْحُبُّ لِلّٰهِ وَالْبُغْضُ لِلّٰهِ *

অর্থাৎ, আল্লাহর জন্যই ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতার" মধ্যে নিহিত রয়েছে ঈমানের পরিপূর্ণতা। রাসূলুল্লাহ (সা.) রাহ্মাতুল্লিল আলামীন ছিলেন, মুমীনদের জন্য রহমত স্বরূপ এবং কোমল।

রুক্ষস্বরে কথা বলে, লেন-দেনে কঠোরতা আরোপ করে এবং হিংস্রতা দ্বারা তোমরা কিছুই অর্জন করতে পারবে না। নম্রতা, ভালবাসা এবং রহমত দ্বারা হৃদয়ে প্রশান্তি ও মিষ্টতা, দুনিয়ায় সকল ক্ষেত্রে সম্পর্ক সন্তোষজনক এবং সহজ ও আখেরাতে আল্লাহর জান্নাতে যাবার নিশ্চয়তা থাকবে।

২৯ ঃ সকলের প্রতি ভালবাষা পোষন কর

পাপকে ঘৃণা করবে পাপীকে নয়। পাপীকে বকা-ঝকা করে, অভিশাপ দিয়ে তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সহায়তা করবে না। বরঞ্চ তাদের জন্য

www.pathagar.com

ইস্তেগফার ও দোয়া করে শয়তানের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করো। নিজের গুনাহের প্রতি দৃষ্টি রাখবে–

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرُاللّٰهَ لَكُمْ *

অর্থাৎ,তোমরা কি এটা চাওনা যে আল্লাহ পাক তোমাদের ক্ষমা করে দেন? (আন্ নূর ঃ ২২)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا *

অর্থাৎ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে। (আন্ নিসা ঃ ২৮)

এটা জেনে রাখো প্রতিটি মানুষের জীবন পাপ-পূণ্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক দলের মধ্যে পূণ্যবান যেমনি আছে তেমনি আছে পাপীও। এ অনুভূতি থাকলে তোমার আশে পাশে যারা পাপী তাদের সাথে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে চান সেভাবে আচরণ করা সহজ হবে। নিজের ত্রুটিও গুনাহের ব্যাপারে যতোটা সুবিধা ভোগ করো তার চেয়ে বেশী সুবিধা প্রদান করো অন্যকে। নিজেকে যতটা ক্ষমার যোগ্য ভাবো এর চেয়ে বেশী যোগ্য ভাববে অন্যদের। নিজস্ব ব্যাপারে যতটা কঠোরতা অবলম্বন করো তার চেয়ে কম কঠোর হবে অন্যের ব্যাপারে। নিজের নিকট থেকে যতটুকু দাবী কর, অন্যের নিকট থেকে এর চেয়ে কম দাবী করবে এবং সহজ দাবী করবে। ইনশাআল্লাহ এ জাতীয় আচরণ দ্বারা অনেক কল্যাণ অর্জন করবে।

৩০ ঃ অন্যের অধিকার প্রশ্নে যত্নশীল হও

নিকটাত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, তাদের অধিকার আদায় করা, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, ক্ষিণ মহব্বত, তাদের মনে রাখা ও মনে করা, নিজের সম্পদ থেকে তাদের জন্য একটি অংশ রেখে দেয়া এ সব অনেক বৃহৎ নেকীর কাজ, আল্লাহর নিকট খুব প্রিয়। যারা এরূপ করে তাদের তিনি ভালবাসেন। শুরুতেই আল্লাহ পাক গুমরাহ লোকদের চিত্র বর্ণনা করেছেন এই ভাবে যে–

www.pathagar.com

وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَاللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصِلَ *

অর্থাৎ, আল্লাহ যে সম্পর্ককে জোড়া লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন তারা তা ছিন্ন করে। (বাক্বারা ঃ ২৭)

এরপর তাদের সাথে ইহ্সান করা, তাদের জন্য ব্যয় করা, প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা নিকটাত্মীয় তারা বেশী যোগ্য উত্তম ব্যবহার পাওয়ার। অনেক স্থানে এর জন্য তাকীদ করা হয়েছে। এটা ভেবে আশ্চার্য লাগে, কুরআন পাঠকারী ব্যক্তি এবং কুরআনের উপর আমলে আকাঙ্খীরা এই উঁচুস্তরের পূণ্য থেকে কিভাবে গাফেল হয়ে যায়। সময়, মনোযোগ, ভালবাসা, সম্পদ সব কিছু থেকে তাদের (প্রতিবেশীদের) অংশ বের করবে। যখন আল্লাহ সম্পদ দেন, এর মধ্য থেকে তাদের অংশ ভুলবেনা। নিকটাত্মীয়ের অধিকার আদায় করলে, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখলে আল্লাহ তোমাদের রিযিকে এবং বয়সে বরকত ও প্রশস্থতা দিবেন। (বুখারী ওও মুসলিম)

রোজ কেয়ামতেও আল্লাহর রহমতের যোগ্য হব। (হাদীসে উল্লেখ্য আছে যে,) যখন আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি সম্পাদন করলেন তখন জরায় যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছে। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে এটা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, "যে ব্যক্তি রক্তের সম্পর্ককে একত্রিত করবে (সম্পর্ক রক্ষা করবে) সে ব্যক্তি আমার রহমতের অন্তর্ভূক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি এ সম্পর্ককে ছিন্ন করবে আমিও তাকে আমার রহমত (অনুগ্রহ) থেকে বিচ্ছিন্ন করব। (বুখারী ও মুসলিম)

সব সময় এ নীতি সংরক্ষণ করবে যে "সর্বাধিক নিকটবর্তীরা প্রথম বিবেচিত হবে এবং এর পর তার পরবর্তী নিকটবর্তীরা"। কিন্তু কাকেও ভুলে যাবে না। নিজের পিতা-মাতা, পরিবার, নিজের ভাই-বোন, চাচা-মামা, ফুফী-খালা এভাবে স্তরে স্তরে খেয়াল রাখবে। অতঃপর খেয়াল রাখতে হবে পিতা মাতার বন্ধু বান্ধব তাদের প্রিয় ব্যক্তিবর্গ এবং অতঃপর মেহমান ও প্রতিবেশীদের বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে লক্ষ রাখতে হবে। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একথার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে যে তিনি (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই সর্বোৎকৃষ্ট সৎকর্ম হচ্ছে পিতার বন্ধু এবং প্রিয় লোকদের সাথে সদারচণ করা। (সহিহ মুসলিম)

www.pathagar.com

৩১ ঃ অর্থহীন কথা ও কাজ থেকে আত্মরক্ষা কর

মতপার্থক্য সহ্য করবে। কারো সাথে মত পার্থক্য কিংবা সমালোচনার কারণে সম্পর্কের অবনতী হতে দেবেনা। কেউ তোমাদের সমালোচনা করলে তা ধৈর্য, উন্মুক্ত হৃদয়, নম্রতা এবং উৎসাহের সাথে শুনবে। সঠিক সমালোচনাকে গ্রহণ করবে এবং ভুল কথাকে উপেক্ষা করবে।

নিজের ভুলের দায়িত্ব স্বীকার করতে গিয়ে কোন রকমের কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে না, ভুল শিকারে কোন কৃপণতা করবে না। কারো ভুল ধরে দেয়ার সময় কিংবা (গঠনমুলক) সমালোচনা করার সময় অতিরঞ্জন করবে না। অথবা কারো প্রশংসা করতে কার্পন্য করবে না।

কেউ যদি তোমাকে সম্মুখে অপমাণিত করে তাহলে সেতো মুলতঃ তার নিজেরই সম্মান হানী করছে। সুতরাং তুমি কেন রাগ কর ? কেউ যদি পেছনে তোমার নিন্দা করে বা সমালোচনা করে তাহলে তোমার কি ক্ষতি হচ্ছে ? তুমি কোন উত্তর না দিলেও ফেরেশতারা তোমার পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছেন। যদি তুমি রাগ, ক্রোধ, প্রতিশোধ নেয়া, তাকে অপমান করা আর প্রতিরোধের চক্রে পড়ে যাও তাহলে তো দশটা গুনাহতে লিপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি ধৈর্যের সাথে চুপ থাক তাহলে ফেরেশতারা সাহায্য করবে এবং তার নেকী (সৎ কর্মের প্রতিদান) তোমার ঝুড়িতে চলে আসবে। বরং তোমার উচিৎ হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত তোমার দুশমনের জন্যে উপহার পাঠানো। নিজেকে ক্রোধ এবং প্রতিশোধের আগুনে প্রজ্জলিত না করে।

সমালোচনাকারীদের প্রতিউত্তর দেয়ার ষড়যন্ত্রে কখনো পতিত হবে না, বিশেষ করে জনসমুক্ষে। প্রত্যেক সমালোচকের সমালোচনা ঠান্ডা মাথায় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করবে। যদি কোন সঠিক কথা সে বলে (বা লিখে) তবে ক্ষমা করে দিবে। ক্ষমা করে দেয়ার মাধ্যমে তুমি কিছুই হারাবে না। তোমার আত্ম মর্যাদায়ওও কোন কমতি হবে না, তাদের সাথে তিক্ততাও বৃদ্ধি পাবে না। অন্যদিকে হৃদয় জয় করার মধুর স্বাদও লাভ করতে পারবে। লোকদের সাথে সমালোচনা এবং পাল্টা সমালোচনায় জড়িয়ে পড়ার চেয়ে অর্থহীন কাজ আর কিছুই নেই। এটা না করলে সময় বাঁচবে। সেই সময় কল্যাণকর ও উত্তম কাজে ব্যয় করে দিও।

বংশ, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, ব্যবসা বাণিজ্য, দ্বীনি সাংগঠনিক জীবন- সব জায়গায় এ নীতির উপর আমল করলে প্রশান্তি এবং স্বস্তিতে জীবন

www.pathagar.com

যাপন করতে পারবে। আর যদি এ নীতি অবলম্বন করতে না পার তাহলে অনবরত মানষিক যন্ত্রণা এবং কষ্টের মধ্যে পতিত হবে। বিরুদ্ধবাদীদের আঘাত ক্ষমা করে দেয়ার চেয়ে অধিক আনন্দ দায়ক আর কিছুই হতে পারে না। আর যখন সমস্ত কাজ আল্লাহ তায়ালার জন্যেই শুরু করবে তখন একথা বুঝতে পারবে যে, ইহা (বিরুদ্ধবাদীদেরকে ক্ষমা করে দেয়া) তো অনেক বড় সহজ কাজ।

৩২ ঃ ইকামতে দ্বীনকে জীবনোদ্দেশ্য বানাও

এ দুনিয়ার জীবনে সব সময় দৃষ্টিকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত এবং ইকামতে দ্বীনের (দ্বীন প্রতিষ্ঠা) উপর নিবদ্ধ রাখবে। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এটাই হবে লক্ষ্য ও উদ্যেশ্য। অন্য কোন উদ্যেশ্যকে এ উদ্যেশ্যের উপর কিংবা অন্য কোন চিন্তাকে এ চিন্তার উপর প্রাধান্য দিবে না, বিশেষ করে দুনিয়ার কোন উদ্যেশ্যও চিন্তাকে।

একজন ব্যক্তিও যদি তোমার দ্বারা নেক কাজ করতে শুরু করে তাহলে এর চেয়ে বড় ছদকায়ে জারিয়া (যে দান দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত অনবরত ছাওয়াব পাওয়া যায়) আর কিছুই নেই। আর যদি সেই ব্যক্তি নিজেই শুধুমাত্র সৎকর্মশীল না হয়ে বরং সৎ পথের আহ্বানকারী হয়ে অন্যকেও সৎ কাজে সম্পৃক্ত করে তাহলে এ সৎকাজের অনবরত প্রতিদান তো বহুগুনে বেড়ে যাবে। আর যদি এ কাজটা হয় দ্বীনের পথে আহ্বানের কাজ, দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ, আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার কাজ, আল্লাহর আইন ও বিধান চালু করার কাজ এবং হযরত নবী করীম (সা.)-এর সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করার কাজ তাহলে এর প্রতিদানতো– أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً *

তথা চক্রবৃদ্ধি হারে দ্বিগুন ত্রিগুন হতে থাকবে। (আলে ইমরান ঃ ১৩০)

এছাড়াও لَدَيْنَا مَزِيْد আমার নিকট আরো অতিরিক্ত প্রতিদান রয়েছে। (ক্বাফ ঃ ৩৫) এ সুসংবাদ পূর্ণতা লাভ করবে।

কোন নেক কাজকেই ক্ষুদ্র মনে করবে না। কোন অপরাধকেই কম মনে করবে না। প্রত্যেক কাজের স্তর বুঝতে চেষ্টা করবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে। নফল কাজসমূহের কোন অবস্থা ফরজ কাজের সমান হতে পারে

www.pathagar.com

না। সুতরাং সফল ফরজ কাজই আদায় করা অত্যাবশ্যকীয় মনে করবে। এই ফরজসমূহের মধ্যে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে সংগ্রাম) হচ্ছে সর্বোচ্চ ফরয। বড় বড় কল্যাণকর বিষয় ছেড়ে ছোট কল্যাণকর কাজে ব্যস্ত হয়ে শয়তানের চক্রান্তে পতিত হবে না। মূল "উদ্যেশ্যকে" বেমালুম ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র "উদ্যেশয হাসিলের মাধ্যম" এর মধ্যে মহাবিষ্ট হওয়ার ষড়যন্ত্রেও পতিত হবে না। মাধ্যম তো এ জন্য গ্রহণ করা হয়েছে যে ইহা মূল উদ্যেশ্য হাসিলে উত্তম কাজ দিবে, (উদ্যশ্যকে ভুলে যাওয়ার জন্য নয়)।

এমন চিন্তার ফাঁদেও পড়বে না যে, "আগে নিজের সংশোধন করে পরে এই কাজ (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ) করব, প্রথম ইলম (জ্ঞান) অর্জন করে কথা ও কাজের বৈপরিত্য দূর করে পরে দাওয়াত ও জিহাদের কাজ করব"। মনে রাখবে এমন সময় কখনো আসবে না। এমন চিন্তার চক্রান্তেও পতিত হবে না যে, "আগামী কাল থেকে শুরু করব (দাওয়াত এবং জিহাদের কাজ), কিংবা ওমুক কাজ শেষ কর তার পর শুরু করব"। এমন সুযোগ কখনো আসবে না।

নৈরাশ্যের ক্যান্সার থেকে নিজেদেরকে নিজেরাই রক্ষা কর। বর্তমানে এটা হচ্ছে একটা ব্যাপক রোগ। দুনিয়াতে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্যে উত্তম কৌশল অবলম্বন কর। তোমাদের বিবেক বুদ্ধির উপরও আল্লাহর অধিকার রয়েছে। পশ্চাৎপদতা, বিমূখতা, লোকদের অস্বীকৃতি এবং সঙ্গ না দেয়া এসবের কারণ খুঁজে বের করা এবং চিকিৎসা করাও দ্বীনি দায়িত্ব। বেশী বেশী লোক আসুক, জলদী আসুক যেন দ্রুত সফলতা আসে এবং দ্বীন বিজয়ী হয় এই জাতীয় আকাঙ্খা যথার্থ।

কিন্তু একজন ব্যক্তি হিসেবে তোমার আকাঙ্খা শুধুমাত্র একটি হওয়া উচিৎ। সেটা হচ্ছে, তোমরা চেষ্টার হক আদায় করো আর জান্নাত লাভের যোগ্য হও। এটা ব্যতীত তোমাদের আর কিছু কামনা করা উচিৎ নয়।

আল্লাহর পথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে তোমাদের নিজের হৃদয়কেও শাহাদাতের আকাংখায় আবদ্ধ এবং সজীব রাখবে। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ পাক শাহাদাতের মন্যিল এবং তৌফিক দ্বারা সৌভাগ্যবান না করেন ততদিন পর্যন্ত সম্পদ দ্বারা, আমল দ্বারা, দাওয়াত দ্বারা, বক্তৃতা এবং লেখনীর মাধ্যমে শাহাদাতে কোনরূপ ত্রুটি করবে না। এই শাহাদাতে নিজস্ব অংশ হারাবে না।

www.pathagar.com

৩৩ ঃ সর্বাবসাথায় সংগঠনের সাথে জড়িত থেকো

আল্লাহর পথে চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানোর ক্ষেত্রে সাংগঠনিক জীবন অত্যাবশ্যকীয়। নিজের সংশোধন এবং প্রশিক্ষণের জন্য আর আল্লাহর পথে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যও সাংগঠনিক জীবন অত্যাবশ্যকীয়। সাংগঠনিক জীবনের রশি কখনও হাতছাড়া করবে না। আর না হাত ছাড়া করবে সেটার ঐসব নিয়মনীতি ও আদব-কায়দা, যার দ্বারা শুধু সংগঠনই মজবুত হবে না, তুমিও সংগঠন থেকে অনেক কিছু অর্জন করতে পারবে। উদ্দেশ্য একাগ্রতা, মানুষদের একত্রিত করা এবং তাদের সাথে একত্রিত হয়ে থাকা, সাংগঠনিক নির্দেশ শ্রবণ করা এবং তদানুযায়ী আনুগত্য করা, আনুগত্যের সীমারেখা এবং শিষ্টাচার ইত্যাদি গুন অর্জন করতে পারবে।

পরামর্শের নিয়ম-নীতি রক্ষা, সময়ানুবর্তিতা, দায়িত্ব পালন, অন্যকে উপদেশ দান ও কল্যাণ কামনা করতে সক্ষম হবে। অনেকগুলোর মধ্যে এখানে মাত্র কয়েকটি উপকারিতা উল্লেখ করা হলো।

সাংগঠনিক জীবনে এমন অনেক মূহূর্ত হয় যখন হতাশা চলে আসে। যদি কখনো এমন হয় তাহলে সংগঠনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। আল্লাহ পাক সময় দিলে এবং লেখার তৌফিক হলে, আমি আমার কাহিনী সমূহকে ডায়েরী আকারে লিখে যাব। এটা দ্বারা তোমরা জানতে পারবে। ১৯৭০ এর পর (জামায়াতের সাথে) মত বিরোধ এবং হতাশা সত্বেও যা পরবর্তীতে আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, আমি কিভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমার দায়িত্ব পালনের ওয়াদাকে পূর্ণতা দান করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি অনুগত ছিলাম।

আর অনেকেতো প্রথম পর্যায়েই সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মতবিরোধ এবং হতাশার আগুনে পতিত হয়েছেন।

৩৪ ঃ হিকমতের নীতি অবরম্বন কর

নিজের জীবনে ইক্বামাতে দ্বীনের কাজ (দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম) করার সময়, কিংবা অন্য কারো জীবনে অথবা সামাজিক জীবনে এই ফরজ আদায় করার সময় হেকমত (প্রজ্ঞা ও কৌশল) এর ভান্ডারের প্রতি কখনো অবহেলা করবে না। এ বিষয়ে আমার "হিকমতে দ্বীন" আলোচনা এবং তারজুমানুল কোরআনের ১৯৯২ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর সংখ্যাসমূহের সম্পাদকীয় পড়ার জন্যে বিশেষভাবে জোর দিচ্ছি।

www.pathagar.com

এই প্রজ্ঞা এবং কৌশলের মধ্যে ২টা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে (ক) সহজ পন্থা অবলম্বন করা এবং ধারাবাহিকতার নীতি গ্রহণ করা। (খ) ঝর্সরণবধতব (গোঁড়ামী এবং কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি) পরিহার করা। আংশিক এবং শাখা-প্রশাখা বিষয়ে (মূল বিষয়কে বাদ দিয়ে) তর্ক বিতর্ক এবং আলোচনা পরিহার করা। সাধারণ লোকদের সাথে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে কোনভাবেই বিতর্কে লিপ্ত হবে না এবং তাদের ক্রোধকে উস্কে দিবে না। তাদের বিভিন্ন ভুল দৃষ্টি ভংগীসমূহকেও ভালভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়ে যাওয়ার মত কোন কিছু প্রকাশ না হওয়া ব্যতিত তাদের পথ থেকে সরে যেওনা (অর্থাৎ তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না)। কোন বিষয়কে হালাল এবং হারাম বলার ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা অবম্বন করবে। এটাই ছিল আমাদের পূর্ববর্তী নেক্কার লোকদের (সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী এবং হক্কানী ওলামা) নীতি।

৩৫ ঃ নিজের ঘরকে ইসলামের দূর্গ পরিণত কর

ঘর, নিজের ঘর, তোমার ইচ্ছাধীন (তোমার অধিকারে), এই ঘরে আল্লাহর বাণীকে উঁচু রাখবে। আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে। একে আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী গঠন করা এবং পরিচালিত করা তোমার কাছে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া উচিৎ। ব্যক্তিগত ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তোমার অধিকারভূক্ত জিনিষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তোমার ঘর। ঘরকে সংশোধন তোমার ব্যক্তিগত সংশোধনের উপর নির্ভর করছে আর তোমার ব্যক্তিগত সংশোধন ঘরের সংশোধনের উপর নির্ভর করছে। আল্লাহর ইচ্ছে অনুযায়ী ঘর পরিচালিত হলে, প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তিতে তোমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হবে। আজকাল কোন ঘরই বাইরের পরিবেশ থেকে সংরক্ষিত হতে পারে না। তথাপি তোমাদের চেষ্টায় অনেক কিছু হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

قُوْا اَنْفُسِكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا *

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে বাঁচাও।

উপরোক্ত আয়াতই ঘরের জীবনের জন্য প্রকৃত পথ প্রদর্শক। ঘর পরিচালিত করতে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার্থে এই রূহই প্রসারিত ও

www.pathagar.com

প্রবাহমান থাকা উচিৎ। ঘরের জিনিষপত্র হোক, খাওয়া-দাওয়া হোক, সন্তানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তাদের সখ, তাদের ভবিষ্যৎ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সন্তান পরিচর্যা, চাকর-বাকরদের সাথে ব্যবহার সকল ক্ষেত্রেই এটাই মনে রাখতে হবে যে কোন বিষয় (বা কথা) যেন এমন না হয় যা আল্লাহর অগ্নিকুন্ডের উপযোগী করে। তোমরা যত এদিকে দৃষ্টি দিবে, এর উপর গুরুত্বারোপ করবে, ততই ঘরোয়া জীবন জান্নাতে পরিণত হবে এবং জান্নাত অর্জনের মাধ্যম প্রমাণিত হবে।

এর অর্থ এটা নয় যে, আগুনের কথা চিন্তা করতে থাকলে ঘর পার্থিব আনন্দ উচ্ছাস এবং স্বাদ থেকে খালি হয়ে যাবে। না, বরং এর পরও পারিবারিক জীবনে অন্তর জয় এবং ভালবাসাও থাকবে, পারস্পরিক আদর যত্নও থাকবে, ক্ষমা ও সহ্য করার মতো মনোমানসিকতাও হবে। হালাল ও পবিত্র খাবারের স্বাদ উপভোগ করা যাবে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সৌন্দর্যও থাকবে। এই জন্য যে, এ সব কিছু আল্লাহর আগুন থেকে আত্ম রক্ষার জন্য জরুরী।

দু'জন মানুষের স্বভাব চরিত্র একরকম হতে পারে না। একত্রে বসবাস করতে গেলে টুক-টাক কথা কাটা-কাটি, মন কষা-কষি ও মতবিরোধ থেকে আত্মরক্ষা করা মুশকিল। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীর মনে রাখা উচিৎ রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম তাঁর গৃহে স্বামী হিসেবে কেমন ছিলেন? রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম এ ব্যাপারে কি দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা স্মরণ করা উচিৎ। নারীদের অন্তর জয় করাকে তাদের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সফরে গেলে কাউকে সাথে নিয়ে যেতেন। প্রতিদিন তাদের সাথে সময় কাটানোকে গুরুত্ব দিতেন। তাদের হাসি-ঠাট্টায় অংশীদার হতেন। তাদের আনন্দ দান করতেন, তাদের সাথে দৌড়েও শরীক হতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম এরশাদ করেছেন, সেই ব্যক্তি ঈমানে পরিপূর্ণ যে ব্যক্তি উত্তম আখলাকের অধিকারী। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সে ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। (তিরমিযী)

যখন কিছু কিছু স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের উপর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করলেন, তখন অধিক পরিমাণে স্ত্রীরা নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম-এর স্ত্রীদের নিকট অভিযোগ নিয়ে আসলেন।

www.pathagar.com

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম বললেন, অধিক পরিমাণে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে আমার স্ত্রীদের নিকট আসছে। এমন লোকেরা (যাদের ব্যাপারে অভিযোগ করা হচ্ছে) তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক নয়। স্ত্রীদের সাথে কোমল ও উত্তম আচরণ কর। আরো বললেন, কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার স্ত্রীকে অপছন্দ না করে। সে যদি তার স্ত্রীর কোন একটি আচরণ অপছন্দ করে তবে দ্বিতীয় এমন কোন গুণ থাকতে পারে যা তার কাছে ভাল লাগবে। (উপরোক্ত বিষয়গুলো পুরুষদের ব্যাপারে নারীদের প্রতিও সমভাবে প্রজোয্য)।

আশাভঙ্গের কারণে পরস্পরের প্রতি বিরাগ ভাজন হওয়া এবং নিজেকে হেয় মনে করা যেন স্থায়ী রূপ লাভ না করে। এটাই হচ্ছে সম্পর্কের অবনতির মূল কারণ।

সন্তানদের আত্মমর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখবে। কিন্তু তাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কোন রকম ত্রুটি করবে না। ঘরে তুমি কিছু কর আর না কর কথা ও কাজের সামঞ্জস্যহীনতা থেকে নিজেকে অবশ্যই বাঁচাবে। কারণ কথা ও কাজের বৈপরিত্যকে বড়দের চেয়ে বাচ্চারাই সবচেয়ে ভালভাবে বুঝতে পারে।

অবশ্যই বাচ্চাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে। সালাম করা, পারস্পরিক সাক্ষাত করা, বড়দেরকে খেদমত ও সম্মান করা, পারস্পরিক আলাপ- আলোচনা করা, অতিথি পরায়ণতা, পানাহারের শিষ্টাচার ইত্যাদি এ জাতীয় শিষ্টাচারগুলো শিক্ষা দিবে।

আমার আকাঙ্খা ছিল আমার নাতীরা যেন প্রথমে কুরআন পাক খতম করে। কুরআন পাকের প্রতি ভালবাসা এবং গভীর আত্মিক-সম্পর্ক যেন তাদের অন্তরে আসন গাড়ে। তারা যেন ইংরেজী স্কুলে না যায়। তাদের বিশুদ্ধ মন-মগজে যেন "বা, বা, ব্ল্যাকশীপ" এ জাতীয় গানসমূহ প্রোথিত না হয়।

কালামে পাকের আয়াত, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম-এর হাদীস, না'ত, ইকবাল ও হা'লীর মতো কবিদের কবিতা এবং ধর্মীয় শিক্ষাবলী যেন চিত্রিত হয়। এসব তো আর হলো না। ব্যস, এখন কুরআন এবং এর গুরুত্ব তাদের অন্তরে প্রোথিত হয়। তাহলে আমার রূহ অনেক শান্তি পাবে।

www.pathagar.com

আমি টি,ভি হারাম এ ফতোয়া দিচ্ছিনা। কিন্তু খোদার জন্য নিজেদের ঘরকে এই অভিশাপ এবং নোংরামী থেকে পাক রাখবে। পর্নো এবং উলঙ্গ ছবি ও পত্র-পত্রিকা থেকেও। ঘরের পরিবেশকে যতটা পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভবপর ততটা পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন অবশ্যই রাখবে।

ঘরে নিয়মিত দ্বীনি সমাবেশ করা গেলেতো বেশ ভাল। কিন্তু ব্যাস্ততার কারণে তা সম্ভব না হলেও চেষ্টা করবে প্রতিদিন আল্লাহকে স্মরণ করতে, ভাল কাজের শিক্ষা দিতে এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিতে অবশ্যই চেষ্টা করবে। জিহাদ এবং শাহাদাতের গল্প পরিবারের সদস্যদেরকে শুনাবে।

৩৬ ঃ আকেরাতের সাফল্যই তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ

আমি যে সব বিষয়ে তেমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি তার উপর আমল করার জন্যে তোমাদের শক্তি ও সামর্থের প্রয়োজন হবে। এই শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সেই বিশ্বাস, সেই কথার কম্পন, আর সে সময়ের প্রস্তুতি যে, "আল্লাহর নিকট যেতে হবে, তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, প্রকৃত সফলতা সেটাই, প্রকৃত জীবনও ওটা। একবার তোমাদের এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, নেয়া উচিৎ, আর যতো দ্রুত করবে তত ভাল, যে, তোমাদের প্রতিটি কাজ এজন্য হবে, প্রতিটি মূহূর্ত এমনভাবে কাটবে, প্রতিটি পয়সা এজন্য খরচ করবে, প্রতিটি সম্পর্ক এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন সেটা আখেরাতে তোমার কাজে আসে।

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ *

অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি যেন এর প্রতি লক্ষ্য করে যে, সে আগামীকালের জন্য কি অর্জন করছে। (সূরা হাশর ঃ ৫৯)

অধিকাংশ লোক দু'টি নৌকায় ভর দিয়ে চলার চেষ্টা করতে থাকে। উভয়টিতে ক্ষতির স্বীকার হয়। তোমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও। তোমাদের দুনিয়ার সম্পূর্ণ জীবন হতে আখেরাত এবং শুধুমাত্র আখেরাতই, অর্জন করতে হবে। দু'নিয়া অর্জন করতে হবে সেটাও আখেরাতের জন্যই।

اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ *

অর্থাৎ যারা মনে করে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং তার নিকট ফিরে যেতে হবে। (বাক্বারা ঃ ৪৬)

www.pathagar.com

এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। তাহলে তোমরা খুশু (খোদা ভীতি) অর্জন করতে পারবে। আর খুশু যদি অর্জিত না হয় তাহলে ইলম (জ্ঞান) এর বড় বড় ভান্ডারও ব্যার্থ হবে। আর খুশু (আল্লাহর প্রতি বিনম্রতা খুশু অর্জন করতে পারলে সালাত (নামায) ও সবর (ধৈর্য্যের) পথ সহজ হয়ে যাবে। আর দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত কল্যাণের মূলে রয়েছে সালাত (নামায) ও সবর (ধৈর্য্য)।

তাকওয়া (খোদাভিতী) যেটা সফল জীবনের মূল, এর রহস্যও লুকিয়ে আছে তোমাদের সেই সিদ্ধান্ত ও দৃঢ়তার উপর যে, "আখেরাতই হচ্ছে মূল লক্ষ্য"। দুনিয়ার প্রতিটি মুগ্ধকর এবং ব্যস্ততা থেকে আখেরাতই অর্জন করতে হবে। এটা সবসময় দৃষ্টিতে রাখবে। অতঃপর তাকওয়া অর্জিত হবে। আসমান ও যমীন থেকে বরকত নাযিল হবে। যে কোন আতঙ্ক থেকে মুক্তির পথ বের হবে, রিযক্ এমনভাবে আর এমন স্থান হতে আসবে যে, কল্পনাও করতে পারবে না। প্রতিটি কাজ সহজ হবে, আর তোমরা জান্নাতের অধিবাসী হবে। এই উদ্দেশ্যের জন্য মৃত্যু এবং আখেরাতকে বেশী বেশী স্মরণ করবে।

৩৭ ঃ গায়েবে নিঃশর্ত বিশ্বাস রাখো

আখেরাতের আশা পোষণ করা, একে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত করা এবং এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা, যেমনটি এর হক রয়েছে এটা তখনই অর্জন করতে পারবে যখন তুমি গায়েবের (অদৃশ্যের) প্রতিবিশ্বাস স্থাপন করার মতো নেয়ামত অর্জন করবে। আল্লাহ কিংবা আখেরাত দু'টোই অদৃশ্য। যে সত্যতা ইন্দ্রিয় ক্ষমতার বাইরে, দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে, সেটার উপর বিশ্বাসই এবং ইয়াকিন তোমাকে আখেরাত অর্জনের চেষ্টায় শক্তি যোগাবে। জান্নাত ও জাহান্নাম তোমার সামনে নেই। এটা ব্যতীতই একটিকে খোঁজা এবং এর প্রতি আকুল আকাঙ্খা এবং অন্যটির পইত ঘৃণা ও ভয় যেন তোমরা অর্জন করতে পারো। রহমানকেও তোমরা দেখোনি। কিন্তু তাঁর উপর ঈমান রাখো এবং তার ভয় অন্তরে সৃষ্টি কর।

৩৮ ঃ অন্তরের সর্বোচ্চ চূড়ায় আল্লাহ ও রাসূল (সা.) কে স্থান দাও

ঈমানের স্বাদ লাভ করার জন্য অন্তরে আল্লাহ্ রব্বুল আলামী ও তাঁর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম-এর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি কর। তাদের

www.pathagar.com

সাথে ভালবাসা হলে প্রতিটি শিরা-উপশিরায় ঈমান ছড়িয়ে পড়বে এবং হৃদয়ের গভীরে ঈমান স্থান করে নিবে।

আল্লাহ পাক বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّحُبًّا لِلّٰهِ *

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে তারা সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভালবাসে। (বাক্বারা ঃ ১৬৫)

আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মু'মেন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি দুনিয়ার প্রতিটি জিনিষের চেয়ে বেশী তোমাদের নিকট প্রিয় হই। (তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত)

এ ভালবাসাকে চেনা কঠিন কিছু নয়। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভালবাসা কি তা জানে। প্রত্যেকেই জানে প্রিয়তমের নৈকট্য লাভের জন্য সে কি পরিমাণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তার নাম উচ্চারণে কি পরিমাণ আনন্দ সে পায়, এমনকি কি ভাবে বার বার তার নাম উচ্চারণের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তার ভালবাসার জন্য ব্যকুলতা কতটুকু, তার অসন্তুষ্টি হওয়ার ভয় ব্যস, লক্ষ্য রাখবে যে এটা কতটুকু অর্জিত হয়েছে ? হৃদয়ে উঁকি দিয়ে দেখ যে, সেখানে আল্লাহ্‌র জন্য কি স্থান রয়েছে। মনে রাখবে যে সেই স্থানই তোমার জন্যে আল্লাহর নিকট হবে।

এই ভালবাসা অর্জন করার পদ্ধতিটি খুব সহজ। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম এর অনূসরণ, তার পদাঙ্ক অনূসারে চলা, তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম-এর মতো জীবন অতিবাহিত করা, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম-এর রঙ্গে নিজেকে রঞ্জিত করা, সেই সব লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে প্রিয় করে নেয়া যে সব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রিয়। সেই পথে চলা যেটা রাসূলুল্লাহরাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম-এর নিকট প্রিয়। মহান আল্লাহ পাক বলেছেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ *

অর্থাৎ, হে নবী! লোকদের বলে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন। (আলে ইমরান ঃ ৩১)

www.pathagar.com

এর জন্য দোয়াও করতে থাকো–

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلَ يُقَرِّبُنِىْ اِلَى حُبِّكَ *

অর্থাৎ, হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট থেকে তোমার ভালবাসা কামনা করি, আর তার ভালবাসা কামনা করি যে তোমাকে ভালবাসে, আর সেই আমলের প্রতি ভালবাসা কামনা করি যেটা (আমল) আমাকে তোমার নিকটবর্তী করে।

اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْنِى اُحِبُّكَ بِقَلْبِىْ كُلِّهٖ وَاَرْضِيْكَ بِجُهْدِىْ كُلِّهٖ *

অর্থাৎ, হে আল্লাহ ! আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ ভালবাসা তোমার জন্য করে দাও, আর আমি আমার সমস্ত প্রচেষ্টা তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যেন ব্যয় করি।

اَللّٰهُمَّ اَجْعَلْ حُبَّ قَلْبِى لَكَ كُلَّهُ وَسَعِى كُلَّهُ فِىْ مَرْضَاتِكَ *

অর্থাৎ, হে আল্লাহ ! আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা যেন তোমার জন্য হয়, আর আমার সমস্ত চেষ্টা তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যেন হয়।

আল্লাহর নেয়ামতসমূহ বেশী বেশী স্মরণ করবে, তার ইহ্সান স্বরণ করো এর আলোচনা কর যত বেশী করতে পারো। প্রতিটি নেয়ামতের (অনুগ্রহ) কথাই স্মরণ করবে চাই তা সাধারণ নেয়ামত হোক বা রুহানী (আত্মিক নেয়ামত, বড় হোক কিংবা ছোট হোক।

৩৯ ঃ তওবাকারী হৃদয় সৃষ্টি কর

যত চেষ্টাই করো না কেন, গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম বলেছেন–

كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ كُلُّكُمْ خُطَّاؤُنَ *

অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকে গুনাহগার এবং তোমাদের সবাই ভুলকারী। (তিরমিযী)

www.pathagar.com

যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তবে আল্লাহ পাক আরেকটি জাতি সৃষ্টি করতেন, তাদেরকে স্বাধীনতা দান করতেন। তারা গুনাহ করত, তওবা করত অতঃপর তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন। এজন্য নিজের গুনাহ দেখে সাহস হারাবেনা, পিছু হটবে না এবং নিরাশার আঁধারে ঘুরপাক খাবে না। তওবা করবে এবং আল্লাহর রাহে (পথে) চলতে থাকবে।

তাঁর দয়ার হাত সব সময় প্রশস্ত। তিনি নিজেই সব সময় ডাকেন এবং বলেন, আস এবং গুনাহর জন্যে ক্ষমা চাও।

يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ *

অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে ডাকেন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেযার জন্যে। (ইবরাহীম ঃ ১০)

তিনি ভোরবেলা ডাকেন যেন রাতে গুনাহকারী (ক্ষমার জন্যে) আসে। আর রাতে তাঁর হাত প্রশস্ত করে দেন যেন দিনের বেলায় গুনার গায়েবী এসে এমন ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে যাতে করে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

গুনাহের পর তাড়াতাড়ি ক্ষমা প্রার্থনা করবে। গুনাহ করার সাথে সাথে আল্লাহর নিকট হাত প্রশস্ত করলে হৃদয়ের দাগ মুছে যাবে এবং তা উজ্জল হবে। হৃদয়ের কালিমা দূর হয়ে তা আলোকীত হয়ে যাবে। যে ঈমান হৃদয় থেকে বের হয়ে গিয়েছে তা ফিরে আসবে। সুতরাং এ বিষয়ে (ইস্তেগফারে) দেরী করবে না।

বেশী বেশী ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে হবে। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসল্লাম দিনে একশত বারের চেয়েও বেশী ইস্তেগফার করতেন। একই গুনাহ বার বার হলে বার বার ইস্তেগফার করবে। বার বার গুনাহ করা যেন ইস্তেগফার থেকে তোমাকে বিরত না রাখে। পুনঃ পুনঃ গুনাহ করে পুনঃ পুনঃ ইস্তেগফার করলে গুনাহর উপর ইসরার (বার বার গুনাহ করা) এর সংত্যায় আর পড়ে না। (অর্থাৎ ইস্তেগফার করে ফেললে আর বার বার গুনাহ করেছে বলে ধরা হবে না। (অনুবাদক)

হটককারীতা সহকারে গুনাহ করা, এরপর লজ্জিত না হওয়া, ক্ষমা চাইতে বিলম্ব করা এবং কারণ দর্শানো এ সমস্ত কারণসমূহ ইসরার এর সংজ্ঞায় পড়ে। এ বিষয় দ্বারা আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হন।

www.pathagar.com

গুনাহের পরে অশ্রু প্রবাহিত করবে। এর মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি করবে না। কিছু কাফ্ফারা নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিও। ধন-সম্পদের সাদকা, কাউকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা আর কয়েক রাকয়াত নামায আদায় করে নিও।

তওবা ও ইস্তেগফারে দ্রুততা অবলম্বন করা উচিৎ সর্বক্ষণ এর দরজা খোলা রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে ফজরের পূর্বে ভোর রাতে। অন্ধ সময়ের জন্য তৌফিক হলেও আল্লাহর সম্মুখে কপাল ঠেকাবে, অশ্রু প্রবাহিত করে তওবা করবে, অবশ্যই করবে।

বান্দার অধিকারের ব্যাপারে যদি গুনাহ হয় তাহলে লজ্জা ও ইস্তেগফারের সাথে সাথে অধিকার আদায় করা, ক্ষতিপূরণ করা এবং ক্ষমা চাওয়াও জরুরী।

ইস্তেগফার দ্বারা শুধুমাত্র ক্ষমার সেই দরজাই খুলবেনা যেটা জান্নাতে প্রবেশের জন্য জরুরী, যে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ *

অর্থাৎ সেই পথে তীব্র গতিতে চল, যা তোমাদের রব এর ক্ষমার পথ এবং যা আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে চলে গিয়েছে। (আলে ইমরান ঃ ১৩৩)

বরঞ্চ ইস্তেগফার দ্বারা পার্থিব সুখ যাবতীয় সমস্যার সমাধান এবং দুঃখ কষ্ট দৈন্যতায় প্রশান্তিও অর্জন করবে।

৪০ ঃ সক্রিয় হও পুরস্কৃত হবে

সর্বশেষ যে কথাটি বলব, সেটা হচ্ছে আল্লাহর যে রহমত মাগফেরাত, নেয়ামত, প্রতিদান এবং সন্তুষ্টি পাবে সেটা তোমরা নিজস্ব প্রচেষ্টায় পাবে, পরিশ্রম দ্বারা পাবে, কিছু করলে তারপর পাবে। যে পুরস্কার পাবে সেটা, পরিশ্রম, আমল এবং প্রচেষ্টার পুরস্কার।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ *

www.pathagar.com

অর্থাৎ অতঃপর যে সব চক্ষু শীতলকারী জিনিষ তাদের আমলের বিনিময়ে তাদের জন্য লুকিয়ে রাখঅ হয়েছে তা কোন নফস এটার খবর জানে না। (সূরা সাজদাহ ঃ ১৭)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى *

অর্থাৎ মানুষের জন্য কিছু নেই, সেটা ব্যতীত যেটার জন্য সে প্রচেষ্টারত ছিল। (সূরা নাজম ঃ ৩৯)

মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন–

وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى *

অর্থাৎ আর নিশ্চয় সে যা কিছু চেষ্টা করেছে তা দেখতে পাবে। অতঃপর তাকে এর পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। (সূরা নাজম ঃ ৪১)

জীবন সবচেয়ে মূল্যবান জিনিষ। তোমরা এর দায়িত্ব বুঝে নাও। যেভাবে দোকানদার তার দোকানের, ব্যবসায়ী তার ব্যবসার, কৃষক তার ক্ষেতের দায়িত্ব পালন করে, তেমনি নিজের হাতে জীবনের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ কর। মাল ক্রয় কর, বেঁচে দাও, সকালে সময় মতো দোকান খুলবে বিকেলে সময় অনুযায়ী বন্ধ করবে, প্রতিদিনকার হিসেব করে নাও। যখন তুমি তোমার জীবনকে গঠন করার লক্ষ্যে সামনে অগ্রসর হবে, এই ধ্যান তোমার উপর প্রভাব-বিস্তার করবে, এর জন্য কাজ করবে তাহলে আল্লাহ পাক নিজে তোমাদের জন্য সফলতার দ্বারগুলো খুলে দেবেন। এটা তার ওয়াদা। তিনি ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *

অর্থাৎ যারা আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করবে আমি নিশ্চয়ই তাদের সঠিক পথ দেখাব। (আনকাবূত ঃ ৬৯)

আল্লাহ পাক দুটো জিনিষ চান ঃ

প্রথমতঃ দৃঢ় ইচ্ছা, **দ্বিতীয়তঃ** চেষ্টা ও সংগ্রাম। দুটোই ঈমানের সাথে জড়িত। অতঃপর তার পৃষ্টপোষকতা এবং প্রতিদানে কোনরূপ অভাব বোধ করবে না।

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا *

www.pathagar.com

অর্থাৎ আর যারা আখেরাতের আকাঙ্খা পোষণ করে এবং এর জন্য প্রচেষ্টারত যেমনটি প্রচেষ্টা করা উচিৎ, আর তারা যদি ঈমানদার হয় তবে এমন ব্যক্তির প্রচেষ্টা প্রশংসিত হবে (অর্থাৎ ফলপ্রসু হবে)। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৯)

নিজের আমলের ব্যাপারে ভীত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় কর, যিনি রহমান ও রহীম। কিন্তু তাঁর রহমত এবং সত্য ওয়াদার প্রতি ঈমান রাখবে। তার থেকে আশা করতে থাক। ভয় ও আশা সহকারে তাকে ডাকো। সব সময় এটা তেলাওয়াত করতে থাক।

كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا *

অর্থাৎ ঈমানদারদের প্রতি অতিশয় দয়ালু।

ভয় এবং আশার স্থানে যাত্রা

নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে চিন্তা করলে অন্তরে আশা ও ভয় দুটোর অবস্থানই দেখতে পাই। এর মধ্যে ভয় প্রভাব বিস্তার করে। আল্লাহ তায়ালা থেকে এটা অসম্ভব নয় যে হতে পারে শেষ মূহুর্তে আশাই বিজয়ী হবে। নিজর বদ আমলের দিকে তাকালে আফসোস এবং লজ্জা অনুভব করি। আস্‌সাবিকুন (যারা প্রথম সারীতে এর সম্মুখ ভাগে থাকবে) এবং আল মুকার্‌ রাবুন (আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনকারী) দের ব্যাপারে বর্ণিত আয়াত পাঠ করলে হৃদয় হাহাকার করে উঠে। এমন কিছু কঠিনও ছিলনা এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার। এরপর আমি স্মরণ করি কোরআনের আয়াত–

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ *

অর্থাৎ জান্নাত মুত্তাকীদের নিকটে নিয়ে আসা হবে, কিছুমাত্র দূরে থাকবে না। (সূরা ক্বাফ ঃ ৫)

কিন্তু সমস্ত সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছি। কোন কারণ ব্যতীতই গুনাহের বোঝা কাঁধে নিয়েছি। যে গুনাহে ক্ষতি ব্যতীত আর কিছু নেই। এ লোভ নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল যে, সেখানে নৈকট্যপ্রাপ্ত ও অগ্রবর্তীদের সাথে হই। কিন্তু এটা স্বপ্নের মতো মনে হয়। অতঃপর আসহাবে ইয়ামীনদের (ডানবাহুর লোকদের) কথা চিন্তা করি, যাদের নেক আমল অনেক ভারী হবে এবং নিরাপদে থাকবে। যদিও খারাপ আমলও থাকবে। দু'টো পাল্লায়ই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি।

www.pathagar.com

এখানেও আশায় বুক বাঁধতে পারিনা যে, তাদের দলে শামিল হওয়ার যোগ্য হয়েছি কিনা। এটা তো অনেক সহজ ছিল।

এরপর আসহাবুশ শিমাল (বাম হাতে যাদেরকে কর্মফল দেয়া হবে সেই সব লোক) দের বর্ণনা অধ্যয়ন করে। এক্ষেত্রেও এমনটা বিশ্বাস করিনা যে এতটা খারাপ করেছি যে তাদের অন্তর্ভুক্ত হব। সুতরাং আমার কি অবস্থা হবে ? কাদের দলভূক্ত হব আমি? এ চিন্তা যখন করি তখন আমার মনে হয় আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হব যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

اٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ـ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

অর্থাৎ আর কিছু লোক এমন যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছি। তাদের ভাল কাজ এবেং মন্দ কাজগুলো পরস্পর মিলে মিশে গিয়েছে। সম্ভবতঃ আল্লাহ তায়ালা তাদের তাওবা কবুল করবেন, তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে ফিরে তাকাবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল দয়ালু। (সূরা তাওবা ঃ ১০২)

আমার জীবনে সৎকর্মও রয়েছে আবার গুনাহও রয়েছে। দুটোই মিলে মিশে আছে। জানিনা কোনটার পাল্লা ভারি। দুটাই প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। নিজের জানা-অজানা সকল অপরাধেরই স্বিকৃতি দিচ্ছি। সেগুলোও যেটা জানি আর সেটাও যেটা জানি না। যে দিন সব কিছু দেখে লোকেরা তাদের অপরাধের স্বিকৃতি দেবে। (তাওবাহ ঃ ১০২)

যেদিন এ আফসোসও মানুষ করবে যে হায় যদি আমরা শুনতাম (নবীর কথা) অথবা বুঝতে পারতাম। (মূলক ঃ ১০)

সবকিছুর পূর্বে আর এটাই হবে সবার প্রথম স্বিকাউক্তি।

لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ

"হায় যদি আমরা শুনতাম এবেং বুঝতাম। (মুলক ঃ ১০)

তাই প্রতিদিন আমি বলার চেষ্টা করি।

اَلْمُقِرُّالْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِيْ اِلَيْكَ *

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার সকল অপরাধ স্বীকার করছি। আজো لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ "হায় যদি আমরা শুনতাম অথবা

www.pathagar.com

বুঝতাম এ স্বীকার উক্তির অশ্রু উপস্থিত। এই জন্য আশায় বুক বাঁধি যে, সম্ভবতঃ "গাফুরর রাহীম" করুনার দৃষ্টিতে দেখবেন, মনোযোগ দেবেন, তার অপার রহমতের নীচে স্থান দেবেন, আমল-নামা সকলের সম্মুখে না দেন, লজ্জিত না করেন যেন, যেন পর্দার বিষয় পর্দায় থাকুক। লোকদের ভাল ধারণার খেয়াল করেন যেন এতো মানুষের সুধারনা ভুল সাব্যস্ত না হয় এবং যেন তাঁর রহমত ও মাগফেরাত দিয়ে ঢেকে নেন সবকিছু। এ রহমত ব্যতীত তো কারো কোন ভরসা নেই। যিনি তাঁর ।নেনক নিকটবর্তী তিনিও (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম) বলে গিয়েছেন "আল্লাহর রহমত ছাড়া কোন ভরসা নেই"।

আমি নিম্নে দোয়া তিনবার পাঠ করি আর কান দুটো সজাগ রাখি যে, কোথাও থেকে আওয়াজ আসবে : উঠো তোমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

اِنَّ مَغْفِرَتَكَ اَوْ سَعُ مِنْ ذُنُوبِىْ وَرَحْمَتَكَ اَرْجِىْ عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ *

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার ক্ষমা আমার গুনাহের তুলনায় অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত, আর আমি তোমার রহমতের উপর ভরসা রাখি আমার আমলের তুলনায়।

যতবার আমি মদীনায় গিয়েছি প্রতিবারই আল্লাহ পাকের ক্ষমা পাবার আশায় আমার চোখ দু'টো অশ্রু প্লাবিত হতো এবং যতবার দরূদ পাঠ করতাম আমার প্রিয় রাসূল (সা.)-এর শানে ততবারই এটা কল্পনা করতাম যে আমার চক্ষুদ্বয় আমার নেতার পদদ্বয় দিয়ে মুছে নিচ্ছি। আর তখন এই ওয়াদা পূরণের আকাঙ্খা আমার অন্তরে থাকতো।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا *

অর্থাৎ তারা যদি এই পন্থা অবলম্বন করত যে, যখনই তারা নিজেদের উপর যুলুম করে বসত তখনই তোমার নিকট আসতো ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করতো এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তবে তরার আল্লাহকে নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল ও অশেষ অনুগ্রহকারীরূপে পেতে পারতো। (সূরা নিসা ঃ ৬৪)

www.pathagar.com

ব্যস, 'অনুশোচনা ও আকাঙ্খা', 'আকাঙ্খা এবং অনুশোচনা' এটাই জীবন থেকে অর্জিত।

এমতাবস্থায়, তোমাদের সবার আমল, সেই সব কল্যাণকর কথার উপর যা আমি এখানে জমা করেছি বা কখনও বলেছি, লিখেছি, আমার জন্য সবচেয়ে বেশী সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ হবে এবং সর্বোপরি এ কারণে আমি তোমাদের ইহ্সানের বাঁধনে বাঁধা থাকবো।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন–

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى :

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর সাথে তাকওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেছেন–

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوْا اللّٰهَ *

অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমরা কিতাব দান করেছিলাম, তাদেরকেও এই উপদেশ দিয়েছিলাম, আর এখন তোমাদেরকেও একই উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহকে ভয় করে কাজ কর। (নিসা ঃ ১৩১)

اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ *

অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর। যেমনটি তাকে ভয় করা উচিৎ। তোমাদের মৃত্যু হওয়া উচিৎ নয় সেই অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা হবে মুসলিম। (আলে ইমরান ঃ ১০২)

اِسْتَوْدَعَ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ *

আমি তোমাদের দ্বীন এবং আমলের পরিণাম আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি।

সমাপ্ত

6/2/96

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

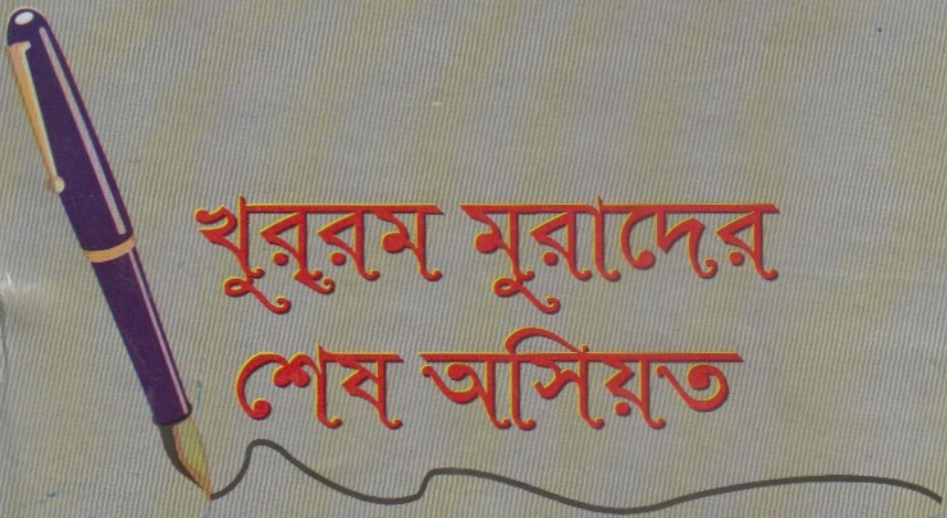

খুররম মুরাদের শেষ অসিয়ত

খুররম মুরাদ